পদক্ষেপ

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন স্মারক প্রকাশনা

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর

ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৬

পদক্ষেপ

একাডেমিক ভবন-১ এর

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন স্মারক প্রকাশনা

যুগ্ম সম্পাদনা : একরাম উদ্দিন আহমদ

মহাসচিব, গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা

: আখলাকুর রহমান

অধ্যক্ষ, জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর এর

একাডেমিক ভবন-১ নির্মাণের
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন স্মারক প্রকাশনা

প্রকাশকাল	ঃ	২৬ শে পৌষ ১৪০২ বাংলা সন। ০৮ই জানুয়ারী ১৯৯৬ইংরেজী সন।
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	নাজমুল হক নাজু
মূদ্রণ	ঃ	মাহমুদ কম্পিউটার্স পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট।
প্রচ্ছদ	ঃ	অরবিন্দ দাস
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	মহিউল ইসলাম
শুভেচ্ছ বিনিময়	ঃ	বাংলাদেশ ২০/০০ (কুড়ি) টাকা। যুক্তরাজ্য ০২ (দুই) পাউন্ড।

উৎসর্গ

* জনতা মহাবিদ্যালয় ০০০০০
* সময়ের এক নান্দনিক অঙ্গীকার।
* কাংখিত সৃষ্টি সুখের উল্লাস।
* ১৯৯৪ থেকে '৯৬ ইং সন ০০০০০০
* সংক্ষিপ্ত পথ পরিক্রমায় যখোন তৃতীয় বর্ষে শুভ পদার্পণ

এ সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী বিজয়োৎসব।
০০ তাই এ শুভক্ষণে আমাদের কামনা একটাই, কেবল একটাই হতে পারে ০০
তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত ভালবাসা
যারা নিজেদের আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে করেছে বর্ণীল–বিস্তৃত, গর্বিত–দর্পিত ও নিরুদ্বিগ্ন গতিময়;
আমাদের সৃজন–কুশলতার সকল প্রয়াস তাদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

কৃতজ্ঞতা

আমাদের যতো প্রয়াস আর প্রয়োগ
কেবল তাদেরই কাছে ঋণী আর দায়বদ্ধ –
যারা নিজের মাটি আর মানুষের
সুখ ও সমৃদ্ধির অন্বেষণে,
অনাদিকাল থেকে আজোবধি
বার বার এক অজানিত আবাহনে
মায়াবী মোহন আকাংখায় ফিরে চেয়েছেন,
স্বাক্ষর রেখেছেন –
নিজ বাসভূমে স্বপ্নের প্রাচীর রচনায়
নিজেদের শক্তি, স্বত্বা আর সামর্থ
উজাড় করা মমতায় উৎসর্গ করেছেন
নিরহঙ্কার নির্দ্বিধায়;
আমাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত
সেই সুহৃদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

বাণী

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
কমিশনার
সিলেট বিভাগ, সিলেট।

জনতা মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের জানা মতে সিলেট অঞ্চল থেকে দশ লক্ষাধিক লোক বিদেশে বসবাস করছে। তাঁদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে শুধু যে চাঙ্গা করেছে তাই নয় বরং এদের অনেকে ব্যক্তি উদ্যোগ এবং সম্মিলিত প্রয়াস এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা এবং প্রবাসীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জনতা মহাবিদ্যালয়-এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ছাতকের সুপরিচিতি রয়েছে। কমলা লেবুর দেশ ছাতক। দেশের অন্যতম একাধিক বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাতকে অবস্থিত। কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে এতদঞ্চল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। নব প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়টি শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং এতদঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এ শুভলগ্নে আমি এ প্রত্যাশাই করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

বাণী

লতিফুর রহমান

জেলা প্রশাসক

সুনামগঞ্জ

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' এ সত্যের সারবত্তা যে জাতি যতো বেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, সে জাতি ততো বেশী উন্নত হতে পেরেছে। বিশ্ব-সভায় নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে অনায়াসে অভিলাষে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জাতীয় জীবনে সে লক্ষ্যমাত্রা আমরা আজো যথেষ্ট অর্জন করতে পারিনি। চরম হতাশা, নৈরাজ্য, সেশন জট আর এক ধরনের সন্ত্রাসপ্রিয়তা আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে ক্রমশঃ কলুষিত করে তুলছে। এক অনাকাঙ্খিত শিক্ষা-বিমুখ বাস্তবতা যেন প্রতিনিয়ত আমাদেরকে এক লোমশ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অবশ্য পাশাপাশি এ'ও সত্যি যে, আঁধার পেরিয়ে আলোকমালার শাণিত বিচ্ছুরণ মানুষকে যেমনি আশান্বিত করে, অনেকটা সীমিত অবয়বে হলেও শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমাদের অভিভাবক পর্যায়ে গণ-সচেতনতার ধারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী উদারনীতির আওতায় প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তর পর্যন্ত ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে।

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন বিস্তীর্ণ-দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'জনতা মহাবিদ্যালয়' এমনি একটি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাঙ্গনকে আজীবন রাজনীতিমুক্ত রাখার মতো ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনা আর কর্ম-কুশলতা নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রার কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের শ্রম-লব্ধ সংগঠন 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ মহাবিদ্যালয় বিশেষতঃ মহিলা ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে এক ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস রাখি।

পরিশেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের চলার পথ আরো অর্থবহ, গতিশীল ও কুসুমাস্তীর্ণ হোক, এ কামনাই করছি।

CamScanner

বাণী

মোঃ লুৎফুর রহমান
থানা নির্বাহী অফিসার
ছাতক, সুনামগঞ্জ।

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারার যোগ্যতা অর্জন করার মতো এতোটা বর্ণিল-বিস্তৃত গর্ব আর কিছুই হতে পারে না। আর সেজন্যেতো প্রয়োজন শিক্ষার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা জুড়ে অবাধ বিচরণের।

কিন্তু সে সুযোগ তো নিশ্চিত করতে হবে কোন বিদ্যাপীঠক কেন্দ্র করেই। তাই প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার্জনের সুযোগ থাকতে হবে অবারিত। সম্ভবতঃ এ ধারণা থেকেই 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'র সকল উদ্যোক্তার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও সৃষ্টি কুশলতায় সূচিত হয়েছে জনতা মহাবিদ্যালয়ের।

গ্রামীন নিরিবিলি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এ মহাবিদ্যালয় তার সংক্ষিপ্ত পথ পরিক্রমায় ইতোমধ্যে প্রভূত অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

বিশেষতঃ স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গের দরাজ-হস্ত সৃষ্টি দানশীলতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার যুক্তরাজ্য প্রবাসী জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ তাদের সম্মিলিত প্রয়াসের আওতায় কলেজের প্রস্তাবিত একাডেমিক ভবন নির্মাণে এগিয়ে আসায় আমি বিমোহিত হয়েছি। একই সঙ্গে ইট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান C.D.P. GROUP কর্তৃক উল্লেখিত ভবনের সমস্ত ইট সরবরাহ করায় বিষয়টিকে দানশীলতার এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করি।

কলেজ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ সার্থক, সুন্দর ও অর্থবহ হোক, সফল হোক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন স্মারক প্রকাশনা সহ উদ্যোক্তাদের সকল কর্মকান্ড, এ কামনাই করি।

বাণী

বীরেন্দ্র কুমার দাস
অধ্যক্ষ
ছাতক ডিগ্রী কলেজ, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ-এর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠান ও স্মারক প্রকাশনার কথা জানিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইলাম।

জন্মলগ্ন হইতে পশ্চাদপদ জনপদে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এলাকায় আলো প্রজ্বলিত করিবার মানসে সকলের অংশগ্রহণ ও অকৃতিম প্রচেষ্ঠা জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমি সমস্ত আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করিতেছি।

CamScanner

বাণী

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

অধ্যক্ষ

গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ছাতক থানাধীন দক্ষিণ জনপদের জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও স্মারক প্রকাশনার কথা জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সংগঠন 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের শুভ অগ্রযাত্রা সহ উদ্যোক্তাদের নানা কর্ম-পরিকল্পনা আমাকে বিমোহিত করেছে।

স্থানীয় জনহিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের অর্থানুকুল্যের পাশাপাশি মহাবিদ্যালয় এলাকার যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণের আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করার বিষয়টি একটি অবিস্মরণীয় জনহিতকর উদ্যোগ C.D.P. GROUP উক্ত ভবনের সমস্থ 'ইট' ইতোমধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করায় এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার স্বতঃপ্রনোদিত প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত [illegible] তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করছি।

গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের সফল অগ্রযাত্রা আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

CamScanner

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর

আমার স্বপ্ন ও সুন্দরের কাঙ্খিত রূপায়ন

মোঃ আখলাকুর রহমান

হঠাৎ একদিন। ৩ অক্টোবর, ১৯৯৪। সহসাই অগ্রজপ্রতিম একরাম ভাই এবং নোয়াব ভাই এসে সিলেট আমার বাসায় উপস্থিত। দু'জনের হাসিমুখ আর উৎফুল্ল অভিব্যক্তি থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না যে, সংবাদ একটা আছেই। চেয়ারে বসতে বসতে একরাম ভাই তর্জনী উচিয়ে সম্বোধন করলেন, - প্রিন্সিপাল!

খুব একটা যে আচমকা তা নয়। মাস খানেক আগ থেকেই খবর পাচ্ছিলাম, আমাদের এলাকায় একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরালো তৎপরতা শুরু হয়েছে। একের পর এক সভা হচ্ছে। এ মহতী উদ্যোগের সাথে আমাদের বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ও আমার এক সময়ের স্কুল শিক্ষক জনাব আব্দুল মুনিম, এলাকার বর্ষীয়ান মুরব্বী আলহাজ্ব আফরোজ মিয়া, মঈনপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ফযলুল হক, সমাজসেবী সর্বজনাব মোঃ ওয়ারিছ আলী, ফেরদৌস আলী, মহরম আলী, ছৈলা আফজলাবাদ ইউপি'র চেয়ারম্যান ছাইম উল্লা, সাবেক চেয়ারম্যান আবুল খয়ের, আজাদ রব্বানী, ডাঃ সাইদুর রহমান, আব্দুল হান্নান পীর, হাজী রইছ আলী, বাদশা মিয়া, সদ্য প্রয়াত আব্দুল হক, মোকাররম আলী, উপরোল্লিখিত দু'জন, বর্তমান ও সাবেক সকল ইউপি সদস্যসহ এলাকার সকল ছাত্র, যুবক ও বিভিন্ন পেশাজীবিরা সম্পৃক্ত রয়েছেন।

ছোটবেলায় এ স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখাতেন আমার দু'শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। জনাব রিয়াছত আলী প্রচুর আশাবাদ নিয়ে যিনি শোনাতেন এলাকার অনাগত উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা। প্রথম ও প্রধান বাঁধা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করতেন অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাকে। বলতেন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি না করা গেলে কিছুই সম্ভব নয়। অপর জন জনাব আরজদ আলী। নিজের সমাজ আর শিক্ষার সমৃদ্ধির জন্যে যার জীবনটাই ছিলো উৎসর্গীকৃত। যার একাগ্রতা আর সর্বস্ব ত্যাগের মহিমাকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিলো এ এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠগুলো। তার নির্মোহ অথচ তেজী অভিব্যক্তি থেকে বুঝে নিতাম- আমাদের কি চাই, আমাদের কি প্রয়োজন। একজনের অপঘাতে মৃত্যু আর অন্যজনের নীরবে, নিভৃতে ও অবহেলায় চলে যাওয়া- আমার জীবনে কেবলই দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক দু'টো স্মৃতি। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি এ দু' মহান কৃতি পুরুষ সহ সুপ্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি আমাদের এলাকার এ সমাজ ও সংস্কৃতির আবহে যারা নানাভাবে ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহতভাবে রেখে চলেছেন।

আমার বাবা একজন শিক্ষক। মানুষ গড়ার কারখানায় কাজ করে যাওয়াটাই ছিলো যার পেশা। উপার্জনের নিরিখে অত্যন্ত অস্বচ্ছল জীবনধারণের উপযোগী এ সাধারণ পেশা তখনই আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়, যখন দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তার উৎপাদনের ব্যাপ্তি দেখি। শত শত মানুষকে আমার বাবা শিক্ষার আলোকিত রাজপথে

CamScanner

তুলে দিয়েছেন। জীবনে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছেন। ব্যাপারটি আমার জীবনে গৌরবের।

সমকালীন সিলেট বিভাগের জন্যে অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে একজন সক্রিয় কর্মীর অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এ ক্ষেত্রে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আপন উৎস ও আত্মপরিচয়ের মহিমাকে সমুন্নত রেখে উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে পরিবর্তনের পক্ষে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের সুদৃঢ় অবস্থানের সফল পরিণতি। নেতা ও কর্মীর ঐক্য-এর সাথে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠির একাত্মতা সৃষ্টির পেছনে সঠিক কৌশল প্রয়োগ সম্ভব হলে কার সাধ্য রুখে জনতার জয়যাত্রা?

সর্বোপরি আমি একাত্তরের বাংলাদেশের একজন মানুষ। আমার জীবনে 'উনিশ শ' একাত্তর' এসেছিলো। আমি যখন কিশোর। যখন এদেশের সমস্ত জনতার হৃদয়ের গভীর থেকে প্রত্যয়জাত ছিলো মাতৃভূমির স্বাধীনতা। যখন একই অংগীকারে শংকাহীন লক্ষ কোটি প্রাণের বজ্র শপথে সৃষ্টি হয়েছিলো, আমাদের জাতির জীবনে এই প্রথম শ্রেষ্ঠ অর্জনের ইতিহাস। আমি আমাদের এই আপন ইতিহাস থেকে বার বার সূচীমুখ প্রেরণা আহরণে অভ্যস্ত। একাত্তরের চেতনায় ছিলো কেবলই আত্মপরিচয়ের উৎসের সন্ধান, স্বদেশের সীমানা থেকে শত্রুদের বিতাড়ন। অংগীকার ছিলো সমুদ্রোচ্ছাস তুল্য প্লাবনের প্রবাহে জাতীয় জীবনের সকল বিভেদ, গ্লানি ও জড়তাকে মুছে ফেলে ক্রমাগত কেবলই এগিয়ে যাওয়া। নিজের মাটি ও মানুষের প্রয়োজনে এমন বীরদর্পে এগিয়ে যাবার মহান শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার জন্যে আমি একাত্তরের কাছে দায়বদ্ধ।

তাই যখন ডাক এলো এই মাটি ও মানুষের, সাধ্য হলো না উপেক্ষা করার। হৃদয়ের লালিত স্বপ্নের দু'কূল-প্লাবিত আবেগ আর উচ্ছাসে উদ্বেলিত হয়ে আমাকে ছুটে যেতে হলো নিঃশর্তে নিজে উৎস ও আত্মপরিচয়ের তৃণমুলে। দায়িত্ব এলো, আমার সকল পূর্বসূরীদের প্রত্যাশা, সমকালীনদের অংগীকার আর চলমান সমাজ জীবনের চাহিদার সমন্বয়ে সদ্য প্রসূত উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক বাহন 'জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর' এর হাল চেপে ধরার। একে সযত্নে লালন করে এর বেড়ে উঠার চৌহদ্দিকে প্রসারিত করার।

সেই থেকেই শুরু। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬। তিন তিনটি বছরের ছোঁয়া পেলেও সময় কেটেছে মাত্র সোয়া এক বছর। এরই মধ্যে জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর তার কাঙ্খিত পরিসরে স্থান করে নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল পর্যায় অতিক্রম করে তা পূর্ণ একাডেমীক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে। প্রথম শিক্ষাবর্ষে কেবল মানবিক বিভাগ এবং দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্য বিভাগ যোগ করে দু'টো বিভাগে পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সুযোগ্য অধ্যাপকমন্ডলীসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে এখন প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর এ শিক্ষাংগন।

জীবনমূখী উৎসাহ উদ্দীপনাকে ভিত্তি করে সম্প্রতিকালের এ কর্মধারা আমাদের সকলকে অন্ততঃ একটা জায়গায় এক করে দিয়েছে। আমাদের এ দক্ষিণ ছাতক এলাকা বোধ করি সৃষ্টির আদি থেকেই অবহেলিত। সভ্যতা, আধুনিকতা ও অগ্রসরমান বিশ্বব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে আমরা কি কম আগ্রহী? অথচ এর জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা অদ্যাবধি বঞ্চিত রয়ে গেছি। শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোসহ জীবনধারার মান উন্নয়নের সকল উপকরণের বেলায় কদাপি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার হাত প্রসারিত হচ্ছে না আমাদের সুপারিসর এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পাঁচ-দশ

মাইল পায়ে হেঁটে আমাদের ছেলে মেয়েগুলোর পক্ষে কোন ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করা সম্ভব হলেও এর পর আর এগুনোর সাধ্য থাকে না। এক থেকে দেড় লাখ টাকার এইচ,এস,সি, আরো দু'লাখ টাকার গ্রাজুয়েশন, তারপর কম করে হলেও তিন লাখ টাকার বিনিময়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী নিয়ে ঘরে ফেরা শতকরা পঁচানব্বইটা পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাছেই এখানে দুঃস্বপ্ন।

অথচ সর্বাগ্রে আমাদের এ শিক্ষাই প্রয়োজন। জীবন ঘনিষ্ট শিক্ষার একটু আলিঙ্গন চাই। জীবন বিনাশী অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই। পরিশীলিত জীবন ধারার পূর্ণ সঞ্চরণ চাই। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সচেষ্ট জনগোষ্ঠিতে আমাদের রূপান্তর চাই। তার পরেইতো উন্নয়ন। অধিকারের প্রশ্নে সতর্ক ও সজাগ পদচারনা। অবকাঠামোগত পরিবর্তন সহ আধুনিক মানের জীবনযাত্রার যাবতীয় উপরকরণগুলো জানি তখন আর খুব দুরের ব্যাপার নয়।

পুনরুক্তি করে বলি, জনতা মহাবিদ্যালয় আমাদের এ দক্ষিণ ছাতক অঞ্চলে সমূহ সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচিত করেছে। এ সুমহান পদক্ষেপের মূল ভিত্তি হচ্ছে আমাদের এ এলাকার আপামর মানুষের একাগ্রতা। প্রথম পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দ্বিতীয় স্তরে যোগ হয়েছে আমাদের এ এলাকার সকল প্রবাসীদের অসম হৃদস্পন্দন ও নিখাঁদ আন্তরিকতা। আমাদের সকল যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা ইতিমধ্যে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যদিও আজ তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু তাদের মন থেকে এই মাটির গন্ধ কি মুছে যেতে পারে? তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজেদের ঘাম, শ্রম ও মেধায় উপার্জিত অর্থের একটা অন্যতম অংশ সংঘবদ্ধভাবে তারা নিজেদের মাটি ও মানুষের প্রয়োজনে তুলে দেবেন। জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি দেয়ালের গাঁথুনিতে তাদের সহযোগিতা ইট-সিমেন্ট-কংক্রীটের রূপ নিয়ে চিরদিনের মতো শক্ত অবস্থান নেবে। আর দেশে এখানে আমরাও সকলে তাদের এ আকাঙ্খার সফল রূপায়নে অংগীকারাবদ্ধ।

'জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর' বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার সফল অভিযাত্রার সূচনা ঘটছে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১ এর ভিত্তি প্রস্তর ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। এ অভিযাত্রা আরো শত তেজোদ্দীপ্ত হয়ে দ্রুত এক অতুলনীয় দৃষ্টান্তের জন্ম দেবে- এটাই আমার এবং আমাদের সকলের প্রত্যাশা। আজকের এ শুভক্ষণে জনতা মহাবিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার সকল-কর্মকর্তা ও সদস্য, সিডিপি গ্রুপসহ আমাদের সকল প্রবাসীদের বরাবরে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশে সরাসরি যারা জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের পাশাপাশি জনতা মহাবিদ্যালয়ের সকল পৃষ্টপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে রইলো আমার অকৃতিম শ্রদ্ধাবোধ।

আমাদের সকলের কাঙ্খিত বিদ্যাপীঠ 'জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর' দ্রুত সমৃদ্ধ হোক, সুজলা ও সুফলা হয়ে তা রত্মগর্ভা হয়ে উঠুক। এর থেকে সৃষ্ট ও জীবন সঞ্জিবনী ফসল উঠে আসুক আমাদের ঘরে ঘরে- এ-ই কামনা।

জয় হোক জনতার

আব্দুল মোনিম

চেয়ারম্যান, দোলারবাজার, ইউপি

লেখা-পড়া শেষ হতে না হতেই ঐতিহ্যবাহী মঙ্গলপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক,খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক প্রয়াত জনাব রিয়াসাত আলী সাহেবের নির্দেশে বিভিন্ন শ্রেণীতে মাঝে মাঝে 'ক্লাশ' নিতে হতো আমাকে। নির্দ্ধারিত শিক্ষকের পদশূণ্যতাজনিত অবসরে সৌখিন এ দায়িত্ব পালনের আবাহনে নিজের অজান্তেই কখন যে এ পেশার সাথে নিয়মিত জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা আর বুঝতে পারিনি। বড়ো মোহ, বড়ো সুখময় এ লাইন পাল্টাতে গিয়ে কতোখানি কাঠ-খড় যে আমাকে পুড়াতে হয়েছিল, সে তো কেবল আমিই জানি।

কিন্তু শিক্ষকতা থেকে বেরিয়ে গেলেও সে মোহময় আকর্ষণ থেকে পুরোপুরি রেহাই পাইনি আজো। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি আজোবধি।

মঙ্গলপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে বেশ কিছুদিন যাবত দায়িত্ব-রত থাকার সুবাদে একটা অভিজ্ঞতা বা শূণ্যতার সাথে আমি সহজেই পরিচিত হতে পেরেছিলাম। অন্তর দিয়ে উপলদ্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমাদের এ এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীকে দেখেছি-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হবার পর হাজারো আকাংখা থাকা স্বত্বেও আর্থিক, [illegible] কিম্বা অনা কোন সীমাবদ্ধতার কারণে লেখাপড়ায় ইতি টানতে হয়েছে তাকে। তবু স্বাধীনতা উত্তরকালে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে অভাব পূরণ করেছে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু সময়তো আর থেমে নেই। মানুষ বাড়ছে, সমস্যা বাড়ছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে প্রেক্ষাপট। শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যাধিক্যতাই পরিস্থিতির পরিবর্তনকে করে তুলেছে অবশ্যম্ভাবী। ফলে সময়ের বিবর্তনে ছাতকের দক্ষিণ জনপদে গ্রাম পর্যায়ে আরেকটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে অনেকটা নিরবে নির্জনে।

দীর্ঘ দিন ধরে এ বাস্তবতা অবশ্য অনেকের কাছে অনুভূত হয়ে আসছিলো। নানা আলাপচারিতার সিঁড়ি বেয়ে এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা ও কম হয়নি বিভিন্ন সময়ে। প্রয়াত কবি রিয়াসাত আলী সাহেব তো প্রায়ই ব্যক্ত করতেন কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তার আশাবাদ। আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধেয় হাজী আফরোজ মিয়া চাচা বছর কয়েক আগে যুক্তরাজ্য ভ্রমণকালে এ ব্যাপারে একটি সভাও সেখানে করেছিলেন। মোটকথা, সামাজিক নেতৃত্বের সাথে জড়িত আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যোকেরই মননে বিষয়টি কমবেশী

অনুরণিত হয়েছে। আর এভাবেই কলেজ প্রতিষ্ঠার মতো একটা প্রাক-পরিস্থিতি ক্রমে পরিস্ফূট হয়ে উঠে।

বিগত ২/১০/৯৪ইং তারিখে আমার পরিষদের মাসিক সভায় বিষয়টিকে নিয়মিত আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করি। বিস্তারিত আলোচনার পর জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে সর্বঐক্যমত্যে সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

অতঃপর অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয় সাধারণ সভায়। পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় ছাতক থানার দক্ষিণ জনপদের গণ্যমান্য, সমাজহিতৈষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত ও সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় এ উদ্যোগটি ক্রমে 'জনতা মহাবিদ্যালয়'-এ রূপ পরিগ্রহ করে।

আজ আর বলতে দ্বিধা নেই যে, সামাজিক নেতৃত্বে প্রবল মত-পার্থক্য থাকা স্বত্বেও 'জনতা মহাবিদ্যালয়'-এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংগঠন 'গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'র মহাসচিব জনাব একরাম উদ্দিন আহমদ সেই যে হয়েছিলেন, আজোবধি অত্যন্ত সক্রিয় কর্মদক্ষতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বলতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নে প্রভূত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ লোকটির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের সকল কর্ম-প্রক্রিয়াকে অনেকখানি সহজ ও গতিশীল করে তুলেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে আমার স্বগ্রাম নিবাসী সর্বজনাব ওয়ারিছ আলী, হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া, মঙ্গনপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফযলুল হক সাহেব, হাজী মহরম আলী, ফেরদৌস আলী, বড়চাল নিবাসী নোয়াব মিয়া মজুমদার, বরাটুকার পীর আব্দুল হান্নান, ছৈলার প্রয়াত আব্দুল হক, ছাইম উল্লা, হারুন মিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ অগণিত সংখ্যক শিক্ষানুরাগী শুভানুধ্যায়ীগণের দরাজ-হস্ত সহযোগিতা সম্প্রসারিত না হলে এ প্রতিষ্ঠানটি হয়তো গড়ে উঠতে পারতোনা। তা ছাড়া অধ্যক্ষ জনাব আখলাকুর রহমানের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও কর্মচঞ্চল পদচারণা গোটা আয়োজনকে সহজসাধ্য করে তুলেছে।

পরবর্তীকালে আমাদের যুক্তরাজ্য প্রবাসীগণের বদান্যতায় কলেজ প্রতিষ্ঠার [illegible] দুরুহ ও ব্যয়বহুল কার্য্যক্রম সার্বিক সফলতার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। CDP গ্রুপের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা একটি ব্যতিক্রমী কল্যাণ-প্রয়াস হিসেবে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আন্তরিকভাবেই কৃতজ্ঞ। খোদা আমাদের সহায় হউন।

অভিবাদন-হে জনতা মহাবিদ্যালয়

হামিদ মোহাম্মদ

মঈনপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে। মঈনপুর হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক কবি রিয়াছত আলী ছিলেন এ প্রস্তুতির প্রাণপুরুষ। মঈনপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা 'কর্ণধার শিক্ষক' লেখক জনাব আরজাদ আলীও স্পন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বয়সের ভার ঠেলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিজয়ের পূর্ব লগ্নে কবি রিয়াছত আলী নির্মমভাবে নিহত হন। তাই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও আর রচনা হয়নি।

সিকি শতাব্দীর পর সহসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সনের অক্টোবরে। শিক্ষা বিস্তারের বেদনা অত্র এলাকার প্রতিটি মানুষের মনে ধিকি ধিকি জ্বলছে-যখন সেই উপলব্ধিতে দোলারবাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মোমিন জন প্রতিনিধির প্রকৃত দায়িত্ব পালনে এক হিরন্ময় ভূমিকা পালন করেন। দোলারবাজার ইউনিয়ন, ছৈলা আফজলাবাদ ইউনিয়ন ও ভাতগাঁও ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট এলাকার তরুন যুবক আর বিদগ্ধ সুধীজনকে সমন্বিত করেন ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৪ মঈনপুরে এক সাধারণ সভা ডেকে। ২৭৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন জনাব আব্দুল মোমিন। মহাসচিব নির্বাচিত হন জনাব একরাম উদ্দিন আহমদ। নাম দেওয়া হয় 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'। এর অন্যতম প্রকল্প 'জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দান অনুদান দেয়া শুরু হয়। কাজ শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির। শিক্ষক নিয়োগ আর সরকারী অনুমোদন লাভের জন্য চালানো হয় তীব্র গতিশীল কর্মকান্ড। মঈনপুর গ্রামের নন্দিত শিক্ষানুরাগী প্রতিটি মানুষ কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিদানে এগিয়ে আসেন। ব্যক্তিগতভাবে ১৭ শতক জমি দান করেন জনাব সাজ্জাদুর রহমান, হারুন রহিম ১৭ শতক ও সরিষপুরের নোয়াব আলী ১৬ শতক এবং তিন একরের মত ভূমি মঈনপুরবাসী ক্রয় করে কলেজ দান করেন।

আলহাজ্ব আফরোজ মিয়া, জনাব ওয়ারিছ আলী, মরম আলী সহ অনেক বয়স্ক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি তারুণ্যে জেগে ওঠতে। যুক্তরাজ্যে প্রবাসীদের উদ্যোগে সেখানেও গড়ে ওঠে কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। সিলেট শহরে গড়ে ওঠে হামিদ মোহাম্মদের নেতৃত্বে কলেজ বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি। 'ছাতক-দোয়ারা প্রবাসী এন্টারপ্রাইজ' (সিডিপি) লিঃ নির্মাণ সামগ্রী বিনা মূল্যে সরবরাহ শুরু করে। মঈনপুরের কৃতি সন্তান জনাব আখলাকুর রহমান কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে অনন্ত কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার অপরিসীম স্পন্দন এ অঞ্চলে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, নতুন যুগের সূচনা করেছে। এ অঞ্চলের মানুষর দেশপ্রেম ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে আলোকিত করে গড়ে তোলার উপযুক্ত অভিভাবকত্ব দান-বড় মাপের এক নয়া মুক্তি আন্দোলন বলা যায়। নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি, বিজ্ঞান ও আর প্রযুক্তির নয়া দিগন্তে সংস্কৃতিবান শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখানে। স্বীকার করতেই হয়- এ লড়াইয়ের প্রধান কর্ণধার একরাম উদ্দিন আহমদ সফল এক লড়াকু সৈনিক। তাঁর নিরলস কর্মযোগ এই জনতা মহাবিদ্যালয়ের আধুনিক গতি ও রক্ত সঞ্চালনে অন্যতম হাতিয়ার।

ইতিহাস বলে মানব সভ্যতার আদি যুগে যখন জার্মান, গ্রীস, রোমে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন আর একমাত্র বাংলাদেশই ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পুণ্ড্রতে একাধারে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মানব প্রগতি আজ থেমে নেই কিন্তু বঙ্গদেশের সেই গতি থেমে গিয়েছিল উপনিবেশিক শাসনে ও শোষনের বুটের তলায়।

আমাদের সেই ইতিহাস ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আর এগিয়ে যাওয়ার প্রগতিমুখী মানব যাত্রা সুদুর গ্রাম তথা তৃণমূল থেকেই শুরু হয়েছে আজ। তোমাকে অভিবাদন- হে 'জনতা মহাবিদ্যালয়,
অভিবাদন- হে মরণজয়ী অত্র এলাকার সোনার চেয়ে খাটি মানুষ - স্বজন আমাদের।

জনতা মহাবিদ্যালয় ঃ সময়ের এক হিরন্ময় ফসল

হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া

সভাপতি ঃ সাংগঠনিক কমিটি

গণ-আকাঙ্খার এক সফল বাস্তবায়নের নাম জনতা মহাবিদ্যালয়। মনের অতলান্ত গভীরে যে স্বপ্ন আমরা দীর্ঘ দিন ধরে লালণ করে আসছিলাম, সময়ের প্রয়োজনে এ ভূখন্ডের সর্বস্তরের মানুষর ঐক্য প্রয়াস সৃজনশীলতায় তা আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ দিন যাবত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ছিলাম ও আমি। আলোচিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ছাড়াও মঈনপুর বহমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মঈনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোলারবাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদক/সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে যে সমস্যাগুলো আমাকে আক্রান্ত করেছে, তা হচ্ছে, আমাদের অভিভাবক মহলের অসচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বল্পতা। বিশেষতঃ আমাদের গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হবার পর গোটা কয়েকজন ছাড়া বাদ-বাকী সবাইকে শহরের কোন কলেজে ভর্তি হয়ে ব্যয়-বাহুল্যতা সংকুলানের অপারগতায় পাঠাভ্যাস থেকে ছিটকে পড়তে হয়। ইতি ঘটে অনাগত সম্ভাবনার। তাই গ্রাম পর্যায়ে আমাদের এ ভূখন্ডে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠে দীর্ঘ দিন যাবত।

মঈনপুর বহমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রম-বর্দ্ধমান বিস্তৃতিকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ আবর্তিত হচ্ছিলো এ অঞ্চলের কোথাও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তাশীলতা। ১৯৭১ ইং সনের দিকে মঈনপুর গ্রামের এক ক্ষণজন্মা জ্ঞান-তাপস মরহুম রিয়াসাত আলী সাহেবের মুখে এ প্রসঙ্গটি বার বার আলোড়িত হতে দেখেছি। বলতে গেলে তখন থেকেই এ অভাব বোধটুকুই একটা সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। হৃদয়ে-হৃদয়ে অনুকরণ ঘটে অপরিসীম গুরুত্ব সহকারে।

১৯৯০ ইং সনের গোঁড়ার দিক। তখন আমি যুক্তরাজ্য ভ্রমণে বেরিয়েছি। জীবনের এক দুর্লভ সময়টুকু যখোন আমাদের প্রবাসীদের হৃদয়-ছোঁয়া আতিথ্যে প্রচন্ড আলাপ করেছিলাম একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। প্রত্যেকেই বিষয়টিকে অতীত আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে আমি দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় এক পরামর্শ সভার আয়োজন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়নি আমাকে।

আলোচনায় আলোচনার বিষয়টি সে সময় যথেষ্ট এগিয়েছিল বটে, কিন্তু নানা প্রতিকূলতা আর সীমাবদ্ধতার কারণে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুনো সে যাত্রা আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু এতে করে একটা প্রাক-প্রস্তুতিমূলক পরিস্থিতির যে সৃষ্টি হয়েছিল, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

আমার নেই।

১৯৯৪ইং সানের সম্ভবতঃ মাঝামাঝি নাগাদ আমাদের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান স্নেহভাজন আব্দুল মোমিন কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে আবার সবার গোচরে নিয়ে আসেন। প্রথমে তাদের পরিষদ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাধারণ সভা আহ্বান করে গণঅংশগ্রহণ নিশ্চিত ও স্বতঃস্ফূর্ত করার লক্ষ্যে।

এ সময় কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয় সভার মাধ্যমে। গণ আকাংখা এবার গণদাবীতে পরিণত হয়।

উপচেপড়া ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সর্বঐকমত্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ পর্যায়ে সামগ্রিক কর্ম-প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতায় আমরা সাংগঠনিক ভিত্তি রচনা করি। গঠিত হয় কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি 'গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'। আমাকে এ সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে আমার স্বপ্নে দেখা আকাংখার সফল বাস্তবায়নে আমার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ আরো অধিকতর নিশ্চিত হয়ে উঠে।

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে, আমাদের সামগ্রিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক অবয়ব রচনায় আমাদের সংগঠনের মহাসচিব স্নেহভাজন একরাম উদ্দিন আহমদের স্বনিষ্ট কর্ম-কৃশলতা ও আন্তরিকতা গৃহিত কর্মধারাকে অধিকতর অর্থবহ, গতিশীল আর বাস্তবানুগ করে দিয়ে গোটা আয়োজনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করেছে।

এতদ্ব্যতীত, আমাদের স্বপ্নীল আবহ রচনায় সর্বজনাব ওয়ারিছ আলী, নোয়াব মিয়া মজুমদার, হাজী মরম আলী, প্রধান শিক্ষক ফযলুল হক সাহেব, চেয়ারম্যান আব্দুল মোমিন, আবুল খয়ের শামসুল ইসলাম, পীর আব্দুল হান্নান সহ অন্যান্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কলেজ প্রতিষ্ঠার মতো প্রায় অসাধ্য একটি বিষয়কে সহজসাধ্য করে তুলেছে। বিদেশ বিভূঁইয়ে অতি ব্যস্ততম জীবন-যাপন করেও স্বদেশ উন্নয়নে আমাদের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের ত্যাগী ভূমিকা কেবল নান্দনিকই নয়, গর্বেরও বটে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাই জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ অভিভাদন আর কৃতজ্ঞতা।

আমার দু'টি কথা

ফযলুল হক

এম,এ,ইন,এড

প্রধান শিক্ষক, মঙ্গনপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

ছাতক, সুনামগঞ্জ।

মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী আকস্মিক ঘটনা নয়, ইহা তার পরিবেশের ফল। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল জনবহুল দেশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষাই জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নেপোলিয়ান বলেছেন, "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।"

ছাতক একটি শিল্প সমৃদ্ধ থানা। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্র ঔপনিবেশিক আমলে যেমন ছিল, স্বাধীনতার সিকি শতাব্দির পরও তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিশেষ করে ছাতকের দক্ষিণ জনপদে স্বাধীনতা উত্তোর কালে ৬/৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি। তাই গরীব পিতা মাতার অনেক প্রতিভাবান সন্তানকে লেখাপড়ায় ইতি টানতে হচ্ছে। মঙ্গনপুর গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন হিসেবে ১৯৯৪ ইং সনে 'জনতা মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ও অবদানে জনতা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি এ মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

CamScanner

শুভযাত্রা, সফল উদ্যোগ এবং প্রত্যাশা

আখলাকুজ্জামান বাবলু

সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক থানার মঈনপুরে নব প্রতিষ্ঠিত জনতা মহাবিদ্যালয় তার নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে আজ হতে একটি শুভ্র সুন্দর পদচারণা। শুরু করলো। জনতা মহাবিদ্যালয় নাম নিয়ে ঠিক এক বৎসর পূর্বে একটি অস্থায়ী ভবনকে নির্বাস করে যে শিক্ষায়তনের জন্ম হয়েছিল আজ নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধমে তার প্রতিষ্টার প্রথম বার্ষিকীটিকেই অনাগত দিনের কাছে স্মরণীয় করে। রাখলো। হৃদয়ে দাভীরতম বন্দর থেকে তাই একরাশ শুভেচ্ছা এই মহাবিদ্যালয়ের অনুপম স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ভাবধারা সৃষ্টির জন্য যারা নিরলস পরিশ্রম করছেন তাদেরকে আমরা জানি, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের প্রতিটি অনগ্রসর এলাকাকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস ও সবালিল সহ মর্মিতা একটি উন্নয়নশীলদেশের জন্য খুবই দরকার। এক্ষেত্রে জনতা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ছাতকের অবহেলিত জনপদে শিক্ষা ওসচেতনতার দ্বার উন্মোচন করে একটি বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে সফল হবে এটা নিসন্দেহে বলা যায়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিধিতে এ অঞ্চলের মানুষের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও এবং এ অঞ্চলের জনসমষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ ও উন্নয়ন ধারা থেকে এ অঞ্চল বার বারই বঞ্চিত হয়েছে। আর বস্তুত এ উদাসীনতার কারনেই এ অঞ্চল আজও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিধায় চিহ্নিত। কিন্তু জনতা মহাবিদ্যালয়ের জন্ম লগ্ন থেকেই এ অঞ্চলের মানষ নতুন করে স্বপ্নের ঠিকানা আবার খুঁজে পেয়েছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই এ মহাবিদালয় অত্র অঞ্চলের সকল আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়নে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যায়। শিক্ষা এবং সচেতনতা রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করার ক্ষেত্রে তাই মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক সমূহকে চিহ্নিত করা একান্ত দরকার। এ ক্ষেত্রে অত্র অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং একই সাথে অত্র এলাকাকে বিদ্যুৎয়ানের আওতায় আনা অত্যাবশ্যক। প্রত্যাশা করি সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে দেশের সার্বিক অবকাটামো গত উন্নয়ন ধারাকে সচল রাখার স্বার্থে এ অঞ্চলের সব ধরনের যোগাযোগ উন্নয়ন সহ নুন্যতম দাবী সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুরাগে সিক্ত হবেন। কারা সঠিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা গেলেই এ মহাবিদ্যালয় অত্র এলাকার প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালাতে সক্ষম হবে। পরিশেষে এ অঞ্চলের যে সব শিক্ষানুরাগী দেশী এবং প্রবাসী ভাইদের সার্বিক সহযোগীতায় এ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে আমার অন্তরর গভীরতম বন্দর থেকে জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহমর্মী অনুভূতি। আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমার সহকর্মী প্রভাষক মন্ডলীর পক্ষ থেকে এবং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জনতা মহাবিদ্যালয়ের সঠিক বাস্তবায়নে সকলের সুন্দর সাহচর্য্য কামনা করছি। একই সাথে পরম করুনাময়ের কাছে কামনা করি,এ মহাবিদ্যালয় যেন তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে এ অবহেলিত জনপদের সব মানুষের স্বপ্নের আঙ্গিনা হতে পারে। আল্লাহ হাফেজ।

CamScanner

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গনপুর

ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৬

স্থাপিত ঃ ১৯৯৪ইং

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গনপুর এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংগঠন
'গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা'র মহাসচিবের প্রতিবেদন

আজকের এই মহতী আয়োজনের শ্রদ্ধেয় সভাপতি,
সভার প্রধান আকর্ষণ সম্মানিত প্রধান অতিথি,
অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান বক্তা, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ,
প্রভাষক সাহেবান
প্রিয় এলাকাবাসী ও আমার স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আচ্ছালামু আলাইকুম।

আবহমান গ্রামীন ঐতিহ্যে লালিত, শ্যামল-স্নিগ্ধ, নিরিবিলি, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ছাতক থানার দক্ষিণ জনপদের আপামর জনসাধারণের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গনপুর-এর পক্ষ থেকে আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

জীবন সংগ্রামের হাজারো ঝামেলা ডিঙ্গিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের আহবানে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে উপস্থিত হয়ে আমাদের কর্মপ্রবাহে উৎসাহ যোগান দিয়ে আজ যে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করেছেন, সেজন্যে আমাদের হৃদয়-নিসৃত মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা গভীর প্রতীতির সাথে বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের এ অবহেলিত গ্রামীন ভূবনে আপনাদের সহৃদয় অথচ উৎসাহ ব্যঞ্জক উপস্থিতি অত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে মথিত হবে যুগ যুগ ধরে। দেশ ও জাতি হবে উপকৃত, সমাজ হবে কল্যাণময়।

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গনপুর এর বর্ণিল-বিস্তৃত কার্যধারা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার অদম্য বাসনা অনেক দিন যাবত লালন করে আসছিলাম। এ ব্যাপারে আজ দু'টি কথা বলতে পেরে সত্যিই নিজেকে বড়ো আনন্দোচ্ছল আর হালকা মনে করছি। আশা করি আপনাদের নিজ ঔদার্যে সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রাক-উন্মেষ কালীন সময়ে এক গভীর বাস্তবতায় তাড়িত হয়ে দেশবাসী যেটুকু প্রয়াস গ্রহণ করেছেন, তার 'প্রজেক্ট প্রফাইল' আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

পটভূমি ঃ ২০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা। এ কর্মসূচীকে সামনে রেখে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেকটা নিষ্প্রভ অবয়বে হলেও বেশ সাড়া পড়েছে ইতোমধ্যে। বাস্তবতার নিরিখে অভিভাবক মহল আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশী সচেতন। ফলে কেবল শহরাঞ্চলেই নয়, নিরেট গাঁও-গেরাম পর্যন্ত একটা শিক্ষামুখী পরিস্থিতি এখন বিরাজমান।

বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার ফলে আমাদের প্রাথমিক স্তর সরগরম হয়ে উঠার সাথে সাথে এ হাওয়া আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। গণ-সচেতনতার ধারা নিঃসন্দেহে আরো বেগবান হয়ে উঠেছে।

আমাদের গ্রামীন বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষের জীবনধারা কৃষি-নির্ভর। বাদবাকী লোকজন তাদের সামাজিক অবস্থানগত কারণে পেশাগত ভাবে ব্যবসা-নির্ভর। ফলে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক কিম্বা মাধ্যমিক স্তর পেরোতে না পেরোতেই প্রধানতঃ অনেককেই পারিবারিক পেশায় জড়িয়ে পড়তে হয়ে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তুলনামূলক ভাবে তাদের নাগালের মধ্যে অধিকতর সম্প্রসারিত থাকলেও গ্রামীন জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরাই সে সুযোগ ভোগ করছে বেশি।

কিন্তু হালে কঠিন প্রতিযোগীতার দ্বারা উন্মোচিত হওয়ায় শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় গ্রাম পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক টানাপোড়ন ও অন্যান্য কারণে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের পিছুটান মানসিকতা, সামাজিক অনগ্রসরতা ও উপলব্ধির দীনতা তথা নেতৃত্বের সঙ্কট জনিত কারণই এ জন্যে দায়ী।

এমনি সঙ্কটাকীর্ণ পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রামীন জীবন ধারার এক সময়ের ঐতিহ্যশীল অবস্থান দিন-দিন ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এমনি ধারণাই আমাদের সকল উদ্যোক্তাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলে; আমাদের মনন ও মগজে ঝড় উঠে অন্ততপক্ষে শিক্ষা সম্পর্কীয় একটা ইতিবাচক উত্তরণে পৌছার লক্ষ্যে কিছু একটা করার।

তাই আমরা ছাতক থানার দক্ষিণ জনপদের লোকজন দফায় দফায় বৈঠকে বসে সামগ্রিক পরিস্থিতি মুল্যায়ন করতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, অন্ততঃ এ এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে একটা কার্যকর ভূমিকা আমাদেরকে নিশ্চিত করতেই হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত থাকবে আমাদের কর্মকুশল পৃষ্ঠপোষকতা। শুধু তাই নয়, প্রারম্ভিক প্রকল্প হিসেবে এ এলাকার কোন সুযোগ্য স্থানে একটি উচ্চ মাধ্যমিক মহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সাহসী সিদ্ধান্তও আমরা গ্রহণ করি।

এ ভাবেই সকলের ঐকান্তিকতায় একটি হৃদয় নিংড়ানো সংগঠনের গোড়াপত্তন হয় রাতারাতি। ফলতঃ **গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা** ইংরেজীতে যার নাম SOCIAL ASSISTANCE IN VILLAGE EDUCATION সংক্ষেপে SAVE এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত জনতা মহাবিদ্যালয়ের কর্মধারা দিন দিন এগুতে থাকে।

প্রকল্পের বাস্তবতা ঃ বিগত ১৯৯৪ ইং সনে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকান্তরে জানা যায় যে, বাংলাদেশের সব কটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে যতগুলো আসন রয়েছে, তার চেয়েও একলক্ষ উনষাট হাজার শিক্ষার্থী বেশী উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯৫ ইং সনে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মাধ্যমিক-উর্দ্ধ শিক্ষার সুযোগ যে কতখানি ছোট হয়ে আসছে দিন দিন, তা সহজেই অনুমেয়।

এ ছাড়া বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে আমাদের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধির হার দিনকে দিন দ্বিগুন ত্রিগুন হারে বাড়ছেও। সুতরাং অদুর ভবিষ্যতে উচ্চ

মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হাল যে কি হবে, তা এখন ভাবাই যাচ্ছে না। তবে আশার কথা এই যে, সরকারী উদার নীতির ফলে দেশে অধুনা নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। সুযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কোথাও কোথাও উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে নব্য প্রতিষ্টিত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মূল প্রতিষ্ঠানের জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে সমস্যাও ডেকে আনতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এখানকার ঐতিহ্যবাহী মঈনপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় আশে পাশে কোথাও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা অনেকটা নিরবে নির্জনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে দীর্ঘদিন যাবত। সুপ্রাচীন এ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আশে পাশে ৬/৭টি হাই স্কুল ও ৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। সব মিলিয়ে একটি কলেজ এখানে চলতে পারে। আর তা হলে বিশেষতঃ মহিলা ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এমনি ধারনা থেকেই সূচিত হয় এ কলেজের গৌরব-দীপ্ত যাত্রা।

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ঃ গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা (SAVE)এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সুচিন্তিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জনতা মহাবিদ্যালয় বাস্তবায়নের যাবতীয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। তা ছাড়া গৃহীত সকল কর্মসূচী কার্যকর করার লক্ষ্যে এ সংস্থার জেনারেল কমিটি, কার্য নির্বাহী পরিষদ, যুব সমন্বয় কমিটি ও উচ্চ ক্ষমতা সমপন্ন ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কলেজের সাংগঠনিক নির্বাহী কমিটির পাশাপাশি নিরন্তর দায়িত্ব পালন করে আসছে।

ভূমি ঃ আমরা প্রস্তাবিত কলেজের জন্যে একখন্ড ভূমি-যার পরিমান হবে কমপক্ষে ৩(তিন) একর, তা সংগ্রহ ও বাছাই করার জন্যে জোরদার ভূমিকা পালন করি। অতঃপর বিগত ৮/১১/৯৪ইং তারিখে ছাতক এস, আর, কার্যালয়ে ভূমির মালিকগণ কর্তৃক মাননীয় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয় বরাবরে ভূমিরেজিষ্টারী করে দেয়া হয় এবং আরোও ভূমি সংগ্রহের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ইতোমধ্যে আরো কতক ভূমির ব্যবস্থাও চূড়ান্ত হয়েছে।

ছাত্র ভর্তি ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং হতে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কর্মএলাকার লোকজনের মধ্যে দফায় দফায় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিলো। এসব সভার মাধ্যমে আমরা নিজ এলাকার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তাবিত জনতা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার লক্ষ্যে অপেক্ষা করার জন্যে উৎসাহিত করে আসছিলাম। শেষের দিকে সম্ভাব্য ভর্তি গ্রহণেচ্ছুদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি যখন আমরা পেয়েছি, তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের অনেকেই আর অপেক্ষা করেনি। ফলে প্রারম্ভিক বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ৩৩ অতিক্রম করেনি। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা-বর্ষে শিক্ষার্থীদের ঔৎষুক্য আমাদেরকে আশ্বানিত করেছে। এজন্যে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক মহলের অর্থপূর্ণ সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

তহবিল ঃ ৪ নভেম্বর '৯৪ইং তারিখের সভার কার্যসূচী অনুযায়ী আমরা এলাকার গণ্যমান্য বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে একটি তহবিল গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ দিনই নগদ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে মোট ৩,৬৫,০০০/= (তিনলক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকার তহবিল সংগঠিত হয়। ৭ নভেম্বর '৯৪ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মঈনপুর বাজার শাখায় জনতা মহাবিদ্যালয়ের নামে আমরা ৫০,০০০/= পঞ্চাশ হাজার টাকার স্থায়ী

আমানত (FIXED Deposite), ৩০,৫০০/= ত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে সাধারণ তহবিল ও ৫০০/= পাঁচ শত টাকা দিয়ে চলতি হিসাব চালু করি। অবশ্য পরবর্তিকালে আরও অনুদানের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি। সব মিলিয়ে এর পরিমান টাকার অংকে ১৫,০০,০০০/= পনর লক্ষেরও অধিক।

সরকারী অনুদানঃ সদ্য প্রস্ফুটিত এ প্রতিষ্ঠানটির জন্যে সরকারী অনুদান প্রাপ্তির হিসেবটি খতিয়ে দেখার সময় এখনো হয়নি। তবু সাংসদ জনাব আব্দুল মজিদ সাহেব কলেজের লাইব্রেরীটি আরোও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কুড়ি হাজার টাকার আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন। প্রতিষ্ঠান এলাকায় মাটি ভরাটের জন্যে তিরিশ টন গম বরাদ্ধের সুপারিশ করেছেন। থানা পরিষদের তহবিল থেকেও ভবিষ্যতে কোন বরাদ্ধ পাওয়া যেতে পারে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে।

ভবন ঃ জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর এর কার্যক্রম প্রাথমিক ভাবে মঈনপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দুইটি শ্রেণী ভবন এবং দোলার বাজার ইউ/পি কার্যালয়ের সামনের দুইটি কক্ষ মধ্যে শুরু করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমিতে ভবন নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক প্রস্তুতি ও চালু রাখা হয়। অতি সম্প্রতি আমাদের প্রকল্প এলাকার উত্তরাংশে অবস্থিত পরিত্যাক্ত ভবনটিকে রিমডেলিং করে কলেজের কার্যক্রম তথায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আসবাব পত্র ঃ প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকার আসবাব পত্র ও অন্যান্য Office Equipment ক্রয় করা হয়েছে। অধ্যক্ষের কার্যালয় ও শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষ অত্যাধুনিক ও রুচিশীল আসবাব পত্রে সজ্জিত হয়ে বেশ একটা মনোমুগ্ধকর আবহের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য কিছু আসবাবপত্র ইতিমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরোও কতক আসবাবপত্র সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

অফিস ষ্টেশনারীজ ঃ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারীজ ইতিমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। সংগৃহিত যাবতীয় দ্রব্যাদি তালিকাভূক্ত করা আছে। অল্পদিনের মধ্যে আরোও কিছু ষ্টেশনারীজ ক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অনুমতি ও স্বীকৃতি ঃ তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত 'জনতা মহাবিদ্যালয়' শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রবর্তিত নিয়মবিধি পুরণ করতঃ স্মারক সংখ্যা ১৪৮৫ তাং ১৪/১১/১৯৯৪ইং মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি গ্রহণের সক্ষম হয়। অতঃপর এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি যথাসম্ভব পূরণ পূর্বক তদীয় স্মারক নং ৮৪৫ তাং ২৬/৯/৯৫ ইং অধীনে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

রেজিষ্ট্রেশন ঃ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম নিবন্ধিত করতে হয়। বিগত ১১ জানুয়ারী '৯৫ইংরেজী তারিখে মোট ৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম কলেজের নিজ ব্যয়ে নিবন্ধিত করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বর্ষে ও অত্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে এক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাংগঠনিক কমিটি ঃ কলেজের নামে বিগত ৭ নভেম্বর '৯৪ইং তারিখের সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।

গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে এ কমিটি নির্বাহী কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং যথাযথ সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি গঠনের বিষয়টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

প্রকল্প কমিটি ঃ জনতা মহাবিদ্যালয়ের কলা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ যেহেতু গৃহিত হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে, কাজেই সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী যথারীতি ক্রয় করাও হয়েছে।

হিসাব সংরক্ষন ঃ হিসাব সংরক্ষণের জন্যে প্রচলিত সকল প্রকার খাতাপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং যাবতীয় হিসাবাদি যথারীতি লিখিত ও ভাউচারাদি নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষিত হচ্ছে।

পঠন যোগ্য বিভাগঃ ১৯৯৪-৯৫ইং শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কেবলমাত্র মানবিক বিভাগ দিয়েই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান ১৯৯৫-৯৬ ইং শিক্ষা বর্ষে বাণিজ্য বিভাগের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক উভয় বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। একদল নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষক মন্ডলীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সেমিষ্টার পদ্ধতিতে টিউটোরিয়াল ক্লাশ ও ঘন-ঘন পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরবর্তী শিক্ষা-বর্ষ হতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সমাপন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

লাইব্রেরী ঃ জনতা মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব লাইব্রেরী গড়ে তোলার প্রক্রিয়া যথারীতি শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অনুদান হিসেবে প্রচুর পরিমাণ বই পাওয়া গেছে। বই সংগ্রহের এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবিধাদি ঃ প্রারম্ভিক শিক্ষা বর্ষ অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ইং শিক্ষাবর্ষের জন্যে সাংগঠনিক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও রেজিষ্ট্রেশন ফি সহ সকল প্রকার ফিজ মওকুফ করে দেয়া হয়। চলমান শিক্ষাবর্ষ থেকে অনেকটা সীমিত আকারে বিভিন্ন বিষয় -ভিত্তিক 'ফি' আদায় করা হলেও দরিদ্র ও মেধাবীদের জন্যে তা রহিত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ নিয়ম চালু রাখার পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি ঃ জনতা মহাবিদ্যালয়কে একটি রাজনীতিমুক্ত শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে তোলার এক দুর্জয় শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সুদূর প্রসারী কতক সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্যমাত্রা গৃহিত হয়েছে। সরকারী নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে অস্থিতিশীল যে কোন রকম পরিস্থিতি রোধের লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয়ভাবে যাবতীয় কার্যসূচীর ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাগ্রে এক্ষেত্রে সচেতন দেশবাসী, দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক মহলের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা প্রয়োজন।

যোগাযোগ ঃ বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন 'জালালপুর-লামা রসুলগঞ্জ সড়ক' সংলগ্ন এবং সুরমার অন্যতম শাখা 'ভট্টেরখাল নদী' যেখানে মঈনপুর বাজারের কাছাকাছি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে-সেই তিন নদীর সঙ্গম তীরে জনতা মহাবিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। শুষ্ক ও বর্ষা উভয় মওশুমে অপেক্ষাকৃত উন্নত যোগাযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমানের সুপারিশক্রমে এবং সাংসদ

জনাব আব্দুল মজিদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আমাদের প্রকল্প এলাকা পর্যন্ত সড়ক পীচ-ঢালাই-করণ, 'দোলার বাজার সেতু' বাস্তবায়ন ও এলাকাটি বিদ্যুৎতায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। উল্লিখিত উন্নয়ন কর্মধারা ফলপ্রসূ হওয়ার পর কলেজটির প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নে অধিকতর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হবেই। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

নিয়োগ ঃ শুরুতে স্থানীয় ভাবে নিয়োগ-প্রাপ্ত ৪ জন প্রভাষক, ১ জন অফিস সহকারী ছাড়াও 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা' (SAVE) এর মহাসচিব অত্র প্রকল্পের অবৈতনিক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সার্বক্ষণিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিগত ১৬/৭/ ৯৫ইং তারিখে প্রভাষক ও অন্যান্য সকল পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পরিদর্শন ঃ বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯৫ইং বুধবার দুপুর ১২ ঘটিকার সময় সুনামগঞ্জের মাননীয় জেলা প্রশাসাক নির্দেশে মাননীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ছাতক মহোদয় কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি পাঠাভ্যাসরত শ্রেণীভবনসহ বিভিন্ন বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ পূর্বক গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ 'জনতা মহাবিদ্যালয়' ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ হিসেবে রূপান্তরিত হোক, এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে একটি মাষ্টার প্ল্যান বা মহাপরিল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সে মতে ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হবে পর্যায়ক্রমে। আগামী শিক্ষাবর্ষ হতে বিজ্ঞান বিভাগ চালূ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজটি রাজনীতিমুক্ত হয়ে গড়ে উঠুক, এ প্রত্যাশা সকলের।

পরিশেষে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয়ে দু'টি কথা তুলে ধরতে চাই। অধুনা শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক মহল তথা গোটা দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষ হয়ে ঘরে ফেরার পরিবর্তে আমাদের সোনার টুকরো শিক্ষার্থীদের লাশ হয়ে ঘরে ফেরার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় সকলেই আজ বিব্রত। সন্ত্রাস, সেশন-জট আর লক্ষ্যহীন অভিযাত্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে সবার। এমনি দুঃসময়ের করাল গ্রাস হতে পরিত্রাণ আমাদেরকে পেতেই হবে। আর সেজন্যে দেশের দায়িত্বশীল মহলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আপনাদের সবার হৃদয়-নিসৃত ভালোবাসার জন্যে আবারও আন্তরিক মোবারকবাদ ও লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়ে এবার বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা ও পরামর্শ হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়। ধন্যবাদান্তে-

আপনাদেরই গুনমুগ্ধ

(একরাম উদ্দিন আহমদ)

মহাসচিব,গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা।

গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থার সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস

একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আলাপচারিতা যখোন দানা বেঁধে উঠছিলো, এ সময় গোটা আয়োজনটার একটি সাংগঠনিক ভিত্তি রচনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। 'দক্ষিণ জনপদ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা, ছাতক' নামে তার নামকরণ করাও হয়।

কিন্তু 'জনতা মহাবিদ্যালয়' প্রকল্প বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে এ সংস্থার সূত্রপাত হলেও, প্রয়োজন অনুভূত হয় আরো বহুদূর এগুবার। আমাদের গ্রামীন পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যেটুকু অনগ্রসর মানসিকতা কার্যকর রয়েছে, তার নাগপাশ থেকে তো মুক্তি পেতেই হবে। তাই আমাদের কর্মপরিধিকে অতঃপর অধিকতর পরিশীলিত আর বিস্তৃত করার লক্ষ্যে 'গ্রামীন শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা' নামে সংশোধিত করা হয় সর্বঐকমত্যে।

যাবতীয় কর্ম প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব শক্তিশালী, গতিশীল আর সুশৃংখল করার লক্ষ্যে এ সংগঠনকে প্রধানতঃ ৪টি স্তরে কমিটি করা হয়। যেমন ঃ (ক) জেনারেল কমিটি (খ) কার্য নির্বাহী কমিটি (গ) স্টিয়ারিং কমিটি ও (ঘ) কার্য ব্যবস্থাপনা যুব সমন্বয় কমিটি।

জেনারেল কমিটিঃ

১।	হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া	মঙ্গলপুর	সভাপতি
২।	হাজী মোঃ আবুল খয়ের শামসুল ইসলাম	বাদে ঝিগলী	সহ-সভাপতি
৩।	মোঃ চমক আলী	জাহিদপুর	সহ-সভাপতি
৪।	মোঃ ছাইম উল্লা (চেয়ারম্যান)	ছৈলা	সহ-সভাপতি
৫।	মোঃ আজাদ রব্বানী	কাটাশলা	সহ-সভাপতি
৬।	মোঃ গিয়াস উদ্দিন (ইউ/পি সদস্য)	কল্যাণপুর	সহ-সভাপতি
৭।	একরাম উদ্দিন আহমদ	বারগোপী	সাধারণ সম্পাদক
৮।	পীর মোঃ আব্দুল হান্নান	বরাটুকা	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

৯-২৩ সদস্য ঃ মঙ্গলপুর গ্রাম

মোঃ ওয়ারিছ আলী, হাজী মোঃ মরম আলী, ফেরদৌস আলী, আব্দুল মুনিম, নজরুল ইসলাম, সৈয়দ তমরুজ আলী, সাধু মিয়া, মোক্তার মিয়া, ইউছুফ আলী, সালেহ আহমদ, তৈয়ব উল্লা, শায়েস্তা মিয়া, আমীর উদ্দিন, রাণা মিয়া, আছদ্দর আলী।

২৪-৩২ সদস্য ঃ কাটাশলা গ্রাম

সোনা মিয়া, আরশ আলী মেম্বার, মখলিছ মিয়া, হাজী সিকন্দর আলী, হাজী মফিজ আলী, ধনাই মিয়া, মোঃ আব্দুল মতিন, ফটিক মিয়া, রইছ আলী।

৩৩-৩৮ সদস্য ঃ রাউলী গ্রাম

মজম্মিল আলী, হিরন মিয়া, সাবু মিয়া, ইউনুছ আলী, কলিম উল্লা, মছলু মিয়া।

৩৯-৫৩ সদস্য ঃ উত্তর কুর্শি গ্রাম

মাফিজ আলী, রুহুল আমিন, কালা মিয়া, রইছ আলী, আব্দুল করিম, তাজুর রহমান, মকবুল আলী, তাহিদ উল্লা, কারী আনোয়ার আলী, আপ্তর আলী, ওয়ারিছ আলী, আব্দুল হান্নান, সমুজ আলী, আব্দুছ ছত্তার, মাওঃ জুবায়ের।

৫৪-৬৫ সদস্য ঃ দক্ষিণ কুর্শি গ্রাম

মোঃ আব্দুল আলী, হাজী আং মনাফ, মোঃ কণা মিয়া মেম্বার, মোঃ সাজ্জব আলী, মোঃ আজিজুল ইসলাম, মোঃ মশাহিদ আলী, মোঃ হারিছ আলী, মোঃ তেরাব উদ্দীন, মোঃ

শফিক মিয়া, মোঃ জাহির আলী, মোঃ সোনা মিয়া।

৬৬-৭৪ সদস্য ঃ কল্যাণপুর গ্রাম

মোঃ আকবর আলী, মোঃ হাজী চমক আলী, মোঃ তেরাব আলী, মোঃ তেরা মিয়া (মাঝের বাড়ী) মোঃ খোয়াজ আলী, মোঃ গয়াছ উদ্দিন আহমদ, মোঃ আহাদ মিয়া, মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ ফিরোজ মিয়া।

৭৪-৮৩ সদস্যঃ বারগোপী গ্রাম

মোঃ মাহফুজ আলী মেম্বার, মোঃ হিরন মিয়া মেম্বার, মোঃ সিরাজুল ইসলাম মেম্বার, মোঃ পীর হাবিবুর রহমান, মোঃ আরশ আলী, মোঃ আফতাব আলী, হাজী মোঃ রায়হান আলী, মোঃ চুনু মিয়া, মোঃ সফিক মিয়া।

৮৪-৯২ সদস্য ঃ জটি গ্রাম

মোঃ আবুল লেইছ, মোঃ ছমরু মিয়া, মোঃ আফরোজ মিয়া, মোঃ তোফায়েল আহমদ (আনা), মোঃ আব্দুল মজিদ, মোঃ রইছ আলী, মোঃ আব্দুল খালিক, মোঃ মনির উদ্দিন, মোঃ আং হাদিস।

৯৩-১০৩ সদস্য ঃ পালপুর গ্রাম

মোঃ আরব আলী, মোঃ নূর মিয়া, মোঃ ইছরাক আলী, মোঃ আনা মিয়া মেম্বার, মোঃ গৌছ আলী, মোঃ হাজী হযর আলী, মোঃ চেরাগ আলী (সিরাজ), মোঃ আরিছ আলী মেম্বার, মোঃ আকবর আলী, মোঃ আব্দুল মালিক, মোঃ আখলুছ আলী।

১০৪-১১৪ সদস্য ঃ লক্ষীপাশা গ্রাম

মোঃ হারিছ আলী, মোঃ হিরন মিয়া, মোঃ ডাঃ শামসুল ইসলাম, মোঃ আনা মিয়া, মোঃ ফজলু মিয়া, মোঃ নূর মিয়া, মোঃ ফখরুল ইসলাম, মোঃ আং মন্নান, মোঃ মানিক মিয়া, মোঃ মকদ্দুছ আলী, মোঃ আকিক মিয়া।

১১৫-১২২ সদস্য ঃ রামপুর গ্রাম

মোঃ হাজী ইউনুছ আলী, মোঃ রুশন আলী মেম্বার, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আরব আলী, মোঃ হানিফ উল্লা, মোঃ হারিছ খাঁ, মোঃ আজমল আলী, মোঃ আব্দুল হান্নান।

১২৩-১২৮ সদস্য ঃ মুক্তারপুর গ্রাম

মোঃ আব্দুর রহমান, মোঃ মন্তাজ আলী, মোঃ আনিছ আলী, মোঃ গউর আলী, মোঃ ছাদ মিয়া, মোঃ রাকিব আলী।

১২৯-১৪৫ সদস্য ঃ জাহিদপুর গ্রাম

মোঃ চমক আলী, মোঃ আপ্তাব আলী, মোঃ কবির উদ্দিন, মোঃ হাজী রইছ উদ্দিন, মোঃ জছিম উল্লা, মোঃ হাজী আব্দুর রহমান, মোঃ আপ্তাব আলী, মোঃ নবীজ উদ্দিন, মোঃ আফতাব আলী (পূর্ব পাড়া), মোঃ আজাদ আলী, মোঃ ধন মিয়া, মোঃ শামসুল ইসলাম, মোঃ হারিছ আলী, মোঃ গোলাব আলী, মোঃ তৈমুছ আলী, মোঃ ইছরাঈল আলী, মোঃ সুলতান আলী।

১৪৬-১৫১ সদস্য ঃ ভাওয়াল গ্রাম

মোঃ মেরাব আলী, মোঃ তবারক আলী, মোঃ আং লতিফ মেম্বার, মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ শামছুর রহমান, মোঃ মছব্বির আলী।

১৫২-১৫৬ সদস্য ঃ মোহাম্মদপুর গ্রাম

মোঃ লাল মিয়া, মোঃ মৌরশ আলী, মোঃ বশির মিয়া, মোঃ দিলাল উদ্দিন, মোঃ জমির আলী।

১৫৭-১৫৮ সদস্য ঃ রামপুর গ্রাম

মোঃ আরজু মিয়া, মোঃ রইছ আলী।

১৫৯-১৭০ সদস্য ঃ আলমপুর গ্রাম

মোঃ আব্দুল আহাদ, মোঃ আব্দুল মন্নান, মোঃ আরশ আলী এড্‌ভোকেট, মোঃ মজমিল

আলী, মোঃ রজাক আলী, মোঃ আহমদ আলী, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোঃ শরাফত আলী, মোঃ চেরাগ আলী, মোঃ আব্দুছ আলী, মোঃ ইছাক আলী।

১৭১-১৭৫ সদস্য ঃ চানপুর গ্রাম

মোঃ আং লতিফ, মোঃ হারিছ আলী, মোঃ তৈমুছ আলী, মোঃ আব্দুল খালিক, মোঃ আজমত আলী।

১৭৬-১৮৫ সদস্য ঃ চেলার চর গ্রাম

মোঃ ইর্শাদ আলী মেম্বার, মোঃ আং খালিক মুক্তিযোদ্ধা, ডাঃ মোঃ আছলম আলী, মোঃ হাজী রইছ আলী, মোঃ ওয়ারিছ আলী, মোঃ মছব্বির আলী, মোঃ তাহির আলী, মোঃ সফিকুর রহমান, মোঃ হাসিম আলী, মোঃ নোয়াব আলী।

১৮৬-১৯১ সদস্য ঃ শেরপুর গ্রাম

মোঃ আছমত আলী, মোঃ জমশিদ আলী, মোঃ আবুল লেইছ, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আনোয়ার আলী, মোঃ মীর্জা গয়াছ মিয়া।

১৯২-১৯৬ সদস্য ঃ বসন্তপুর গ্রাম

মোঃ জমির আলী, মোঃ রোয়াব আলী, মোঃ ফরিদ আলী, মোঃ মাহমুদ আলী, মোঃ ইছাক আলী।

১৯৭-১৯৯ সদস্য ঃ পূর্ব বসন্তপুর গ্রাম

মোঃ ডাঃ আতিক মিয়া, মোঃ খালিছ মিয়া, মোঃ সুন্দর আলী।

২০০-২০২ সদস্য ঃ গোবিন্দপুর গ্রাম

মোঃ আকলুছ আলী, মোঃ তফজ্জুল আলী, মোঃ এলকাছ মিয়া।

২০৩-২০৭ সদস্য ঃ যুগল নগর গ্রাম

মোঃ হাজী ইদ্রিছ আলী, মোঃ আং ওয়াহিদ, মোঃ ডাঃ আং খালিক, মোঃ আজমান আলী, মোঃ দিলাওর আলী সাধু।

২০৮-২১১ সদস্য ঃ শ্রকৃষ্ণপুর গ্রাম

মোঃ মদরিছ আলী, মোঃ মখলিছ আলী, মোঃ আছদ্দর আলী, মোঃ আব্দুল মালিক মেম্বার।

২১২ সদস্য ঃ দিলালপুর গ্রাম

মোঃ আব্দুল করিম।

২১৩-২১৭ সদস্য ঃ নরসিংহপুর গ্রাম

মোঃ সাজুর আলী প্রাঃ চেয়ারম্যান, মোঃ আঙ্গুর মিয়া পীর, মোঃ আব্দুল বশির, মোঃ লিলু মিয়া, হাজী আছন আলী।

২১৮-২২১ সদস্য ঃ তালুপাট গ্রাম

মোঃ হাজী মকবুল আলী, মোঃ আব্দুল মানিক, মোঃ হফিজ গৌছ আলী, মোঃ কলমদর আলী।

২২২-২২৬ সদস্য ঃ চিছরাওলী গ্রাম

মোঃ দবির উদ্দিন মেম্বার, মোঃ নূরুল হাসান, সোনা মিয়া, মোঃ কবির মিয়া, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মানিক মিয়া।

২২৭-২৩১ সদস্য ঃ বুরাইয়া গ্রাম

মোঃ আফতাব আলী, মোঃ আব্দুল খালিক, মোঃ আশ্রব আলী মেম্বার, মোঃ আক্কর আলী, মোঃ ছুফি মিয়া।

২৩২-২৩৭ সদস্য ঃ খাগহাটা গ্রাম

মোঃ আম্বর আলী, মোঃ নূরুজ্জামান মেম্বার, মোঃ আসিক মিয়া, মোঃ রফিক উদ্দিন, মোঃ আব্দুল হান্নান, মোঃ আক্রম আলী।

২৩৮-২৪৪ সদস্য ঃ ছৈলা গ্রাম

মোঃ মফজুল আলী, মোঃ সফিক মিয়া প্রাক্তণ শিক্ষক, মোঃ হারুন মিয়া, মোঃ আব্দুল হক, রমেন্দ্র কুমার পাল, মোঃ আব্দুর রূপ, মোঃ মতছির আলী।

২৪৫-২৪৭ সদস্য ঃ শরিষপুর গ্রাম
মোঃ গুলজার আলী মেম্বার, মোঃ ইদ্রিছ আলী, কন্টাই বাবু।

২৪৮-২৪৯ সদস্য ঃ বাগইন গ্রাম
মোঃ সুনু মিয়া, মোঃ আব্দুর রশিদ।

২৫০-২৫১ সদস্য ঃ বিনোদপুর গ্রাম
মোঃ আং খালিক (মনু মিয়া), মোঃ আশরাফ আলী।

২৫২-২৫৪ সদস্য ঃ মর্য্যাদ গ্রাম
মোঃ আব্দুর রব মেম্বার, মোঃ আব্দুল হেকিম, মোঃ জহর আলী।

২৫৫-২৫৬ সদস্য ঃ খুরমা গ্রাম
মৌঃ আব্দুল জলিল, মোঃ আব্দুশ শহিদ মাষ্টার।

২৫৭--২৫৮ সদস্য ঃ বাদে ঝিগলী গ্রাম
মোঃ আব্দুল লতিফ, মোঃ ছায়াদ মিয়া মেম্বার।

২৫৯-২৬৪ সদস্য ঃ ঝিগলী গ্রাম
মৌঃ হাবিবুর রহমান, মৌঃ হাফিজ হিফজুর রহমান, মৌঃ মফচ্ছির আলী, মোঃ নজির উদ্দিন, মোঃ সুলতান মিয়া, বাবু মাখন দত্ত।

২৬৫-২৬৭ সদস্য ঃ বরাটুকা গ্রাম
মোঃ আসগর আলী পীর, মোঃ নেছকার আলী পীর, মোঃ আব্দুল মানিক (হাসনাবাদ) মোঃ আব্দুল মান্নান (হাসনাবাদ)।

২৬৮-২৭২ সদস্য ঃ মেওয়া তৈল গ্রাম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম মেম্বার, মোঃ হাফিজুর রহমান, ডাঃ শাহ সৈয়দুর রহমান, মোঃ আব্দুর রউফ, মোঃ আং জব্বার।

২৭৩-২৭৭ সদস্য ঃ আনুজানি গ্রাম
হাজী মোঃ ইছকন্দর আলী, মোঃ মাহমুদুল হাসান (ছালেক), মোঃ মাসুক মিয়া, মোঃ আলতাব আলী, মোঃ মর্তুজ আলী, মোঃ আলকাছ আলী।

২৭৮-২৮৩ সদস্য
প্রধান শিক্ষক মঈনপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক সমতা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক খুরমা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক ঝিগলী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক এস,এন,সি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক বাংলা বাজার বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়।

কার্য নির্বাহী কমিটি

পদবি	নাম	গ্রাম
সভাপতি	মোঃ আব্দুল মুনিম (মাসুক)	মঈনপুর
সহ সভাপতি	হাজী আফরোজ মিয়া	মঈনপুর
সহ সভাপতি	হাজী আবুল খয়ের শামসুল ইসলাম	বাদে ঝিগলী
সহ সভাপতি	নোয়াব মিয়া মজুমদার	বড়চাল
সাধারণ সম্পাদক	একরাম উদ্দিন আহমদ	বারগোপী
যুগ্ম সম্পাদক-১	পীর আব্দুল হান্নান	বরাটুকা
যুগ্ম সম্পাদক-২	আলী আকবর	কল্যাণপুর
অর্থ সম্পাদক	ডাঃ শাহ সৈয়দুর রহমান	মেওয়া তৈল
সাংগঠনিক সম্পাদক	ডাঃ আছলম আলী	চেলার চর
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	মোঃ আজাদ বখ্শানী	কাটাশলা

বৈদেশিক যোগাযোগ সম্পাঃ	হাজী মরম আলী	মঈনপুর
নির্বাহী সদস্য	মোঃ ওয়ারিছ আলী	মঈনপুর
নির্বাহী সদস্য	হাজী ইছকন্দর আলী	আনুজানী
নির্বাহী সদস্য	আবুল লেইছ	জটি
নির্বাহী সদস্য	চমক আলী	জাহিদপুর
নির্বাহী সদস্য	মাফিজ আলী	উঃ কুর্শি
নির্বাহী সদস্য	ফেরদৌছ আলী	মঈনপুর
নির্বাহী সদস্য	ছাইম উল্লা (চেয়ারম্যান)	ছৈলা
নির্বাহী সদস্য	জমির উদ্দিন মাষ্টার	বসন্তপুর
নির্বাহী সদস্য	বাবু রমেন্দ্র কুমার দাস	ছৈলা
নির্বাহী সদস্য	বাবু মতিলাল দত্ত	খঞ্জনপুর
নির্বাহী সদস্য	মোঃ নূর মিয়া	পালপুর
নির্বাহী সদস্য	মোঃ হিরন মিয়া	লক্ষী পাশা
নির্বাহী সদস্য	মোঃ মেরাব আলী	ভাওয়াল
নির্বাহী সদস্য	মোঃ দবির উদ্দিন (মেম্বার)	চিচরাওলী
নির্বাহী সদস্য	মোঃ আব্দুর রউফ	রুকন্তাজ
নির্বাহী সদস্য	মোঃ মানিক মিয়া	চিচরাওলী
নির্বাহী সদস্য	মোঃ আলতাব আলী	বুরাইয়া
নির্বাহী সদস্য	মোঃ ইছাক আলী	আলমপুর
নির্বাহী সদস্য	মোঃ মোশাহিদ আলী	দঃ কুর্শি
নির্বাহী সদস্য	মোঃ আমিনুর রহমান	কল্যাণপুর
নির্বাহী সদস্য	হাজী মোঃ রইছ আলী	চেলার চর
নির্বাহী সদস্য	মোঃ ফযলুল হক	প্রধান শিক্ষক মঈনপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

স্টিয়ারিং কমিটি

[আকস্মিক প্রয়োজনে নীতি নির্দ্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ কমিটি গঠন করা হয়।]

নাম	গ্রাম
হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া	মঈনপুর
মোঃ ওয়ারিছ আলী	মঈনপুর
মোঃ আব্দুল মুনিম	মঈনপুর
আবু নছর মোঃ ওহিদ	বাদে ঝিগলী
মোঃ চমক আলী	জাহিদপুর
নওয়াব মিয়া মজুমদার	বড়চাল
একরাম উদ্দিন আহমদ	বারগোপী

কার্য্যব্যবস্থাপনা যুব সমন্বয় কমিটি

পদবী	নাম
সভাপতি	তোফায়েল আহমদ জটি
সহ সভাপতি	সালেহ আহমদ মঈনপুর
সহ সভাপতি	শাইস্তা মিয়া মঈনপুর
সাধারণ সম্পাদক	আমির উদ্দিন
সহ সম্পাদক	আব্দুস সফিক বারগোপী
সহ সম্পাদক	বদরুজ্জামান শামীম বাদে ঝিগলী

সদস্যবৃন্দ ঃ

ক্রমিক	নাম	গ্রাম
১।	আনা মিয়া	লক্ষীপাশা
২।	জানু মিয়া	পালপুর
৩।	তোফায়েল আহমদ, আনা	জটি
৪।	তেরা মিয়া	কল্যাণপুর
৫।	মাহফুজ আলী	বারগোপী
৬।	বাবুল মিয়া	মুক্তারপুর
৭।	আং হান্নান	রামপুর
৮।	সালেহ আহমদ	মঈনপুর
৯।	আমির উদ্দিন	মঈনপুর
১০।	সাবু মিয়া	রাউলী
১১।	মখলিছুর রহমান	কাটাশলা
১২।	আজিজুল ইসলাম	দঃ কুর্শি
১৩।	রুহুল আমিন	উঃ কুর্শি
১৪।	ওয়ারিছ আলী	উঃ কুর্শি
১৫।	মোঃ আং খালিক (মনাই)	বিনদপুর
১৬।	আঃ মনাফ	খলাগাও
১৭।	আং রশিদ	বাগাইল
১৮।	শামীম বখত মজুমদার	বড়চাল
১৯।	হারুন মিয়া	ছৈলা
২০।	আব্দুল হক	ছৈলা

ক্রমিক	নাম	গ্রাম
২১।	আব্দুল খালিক	ছৈলা
২২।	বদরুজ্জামান শামীম	বাদেঝিগলী
২৩।	আং হাকিম	বাদে ঝিগলী
২৪।	সাবাজ মিয়া	খুঞ্জনপুর
২৫।	মর্তুজা আলী	আনুজানী
২৬।	সিরাজুল ইসলাম	মেওয়াতৈল
২৭।	মোহাঃ আলী মিলন	বরাটুকা
২৮।	মানিক মিয়া	হাসনাবাদ
২৯।	বশির মিয়া	নরসিংপুর
৩০।	গিয়াস উদ্দিন	আলমপুর
৩১।	আং লতিফ	চানপুর
৩২।	আরজু মিয়া	রামপুর
৩৩।	খালেদ মিয়া	বরাটুকা
৩৪।	সুলতান আহমদ	খাঘহাটা
৩৫।	রসিক মিয়া বাবুল	জাহিদপুর
৩৬।	রফিকুল ইসলাম	জাহিদপুর
৩৭।	আব্দুল খালিক	চেলাবচর
৩৮।	সোনাহর আলী	মঙ্গনপুর
৩৯।	মোখতার আলী	মঙ্গনপুর
৪০।	আব্দুস সফিক	বারগোপী
৪১।	ইউসুফ আলী	মঙ্গনপুর
৪২।	আফরোজ আলী	মঙ্গনপুর
৪৩।	আরশ আলী	পালপুর
৪৪।	ফজলু মিয়া	লক্ষীপাশা
৪৫।	দবির মিয়া	চিছরাওলী
৪৬।	ছালিক মিয়া	আনুজানী
৪৭।	মোস্তাক আহমদ	বানারশি
৪৮।	শাইস্তা মিয়া	মঙ্গনপুর
৪৯।	নূরুল হক	মঙ্গনপুর
৫০।	ইসলাম খাঁন	মঙ্গনপুর
৫১।	আলাউদ্দিন খা	মঙ্গনপুর

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর বাস্তবায়ন কমিটি

যুক্তরাজ্য শাখা

উপদেষ্টা পরিষদ

ক্রমিক	নাম	গ্রাম
১	হাজী মোঃ রুশন আলী	পালপুর
২	হাজী মোঃ আব্দুল মছব্বির	মঈনপুর
৩	হাজী মোঃ আরজু মিয়া	কাটাশলা
৪	হাজী মোঃ আইয়ুব আলী	মঈনপুর
৫	হাজী মোঃ ছিদ্দেক আলী	মঈনপুর
৬	হাজী মোঃ ফযলুল হক (মাষ্টার)	বুরাইয়া
৭	হাজী মোঃ সুনু মিয়া	পালপুর
৮	হাজী মোঃ আব্দুর রউফ	হায়দরপুর
৯	মোঃ বশির উদ্দিন পীরজাদা	জাউয়া
১০	মোঃ ওয়ারিছ আলী	পালপুর
১১	মোঃ পল্টু মিয়া	হায়দরপুর

কার্যনির্বাহী পরিষদ

১	হাজী মোঃ আব্দুল ওহাব	মঈনপুর	সভাপতি
২	হাজী মোঃ মদরিছ আলী	মঈনপুর	সহসভাপতি
৩	মোঃ মতিন মিয়া	আলমপুর	সহসভাপতি
৪	মোঃ রুস্তুম আলী	চাঁনপুর	সহসভাপতি
৫	আলতাফুর রহমান মোজাহিদ	জটি	সাধারণ সম্পাদক
৬	মোঃ আমিরুল হক (জমির)	মঈনপুর	সহঃ সম্পাদক
৭	হাজী মোঃ মুনির উদ্দিন	মঈনপুর	কোষাধ্যক্ষ
৮	মোঃ গয়াছ মিয়া	মঈনপুর	সহকোষাধ্যক্ষ
৯	মোঃ হুশিয়ার আলী	মঈনপুর	প্রচার সম্পাদক
১০	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ (লাল মিয়া)	কুর্শি	সহসম্পাদক
১১	মোঃ আব্দুছ ছোবহান	রাউলী	সাংগঠনিক সম্পাদক
১২	মোঃ আবু সুফিয়ান	মন্ডলপুর	সহসাংগঠনিক সম্পাদক
১৩	মোঃ ইছাক আলী	কল্যাণপুর	নির্বাহী সদস্য
১৪	হাজী মোঃ আব্দুল মছব্বির	চেলারচর	নির্বাহী সদস্য
১৫	মোঃ আছাব মিয়া পীর	বরাটুকা	নির্বাহী সদস্য
১৬	মোঃ তোতা মিয়া	হায়দরপুর	নির্বাহী সদস্য
১৭	মোঃ ফিরোজ মিয়া (মাষ্টার)	মঈনপুর	নির্বাহী সদস্য
১৮	মোঃ আব্দুল খালিক	ছৈলা	নির্বাহী সদস্য
১৯	মোঃ শুকুর আলী	বারগোপী	নির্বাহী সদস্য
২০	মোঃ মেশাহিদ আলী	মঈনপুর	নির্বাহী সদস্য
২১	এস, আসাদুল হক আজাদ	মঈনপুর	নির্বাহী সদস্য

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গীনপুর বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার ব্যবস্থাপনায় আমাদের প্রবাসীগণের অনুদান তালিকা

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি (পাউণ্ড)	আদায় পাউণ্ড)
১	মোঃ আব্দুল মতিন	আলমপুর	২১০০.০০	১০০০.০০
২	হাজী মোঃ আরজু মিয়া	কাটাশলা	১৫০০.০০	৫০০.০০
৩	হাজী মোঃ আব্দুল ওহাব	মঙ্গীনপুর	১০০০.০০	৫০০.০০
৪	হাজী মোঃ আব্দুল মছব্বির	চেলার চর	১০০০.০০	৫০০.০০
৫	মোঃ মদরিছ আলী	মঙ্গীনপুর	১০০০.০০	
৬	মোঃ ইছাক আলী	কল্যাণপুর	১০০০.০০	৫০০.০০
৭	মোঃ আব্দুল গণি	মঙ্গীনপুর	৬০০.০০	
৮	মোঃ আমিরুল হক (জমির)	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	২০০.০০
৯	আলতাফুর রহমান মোজাহিদ	জটি	৫০০.০০	
১০	মোঃ রুস্তুম আলী	চাঁনপুর	৫০০.০০	১০০.০
১১	মোঃ গয়াছ মিয়া	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	
১২	মোঃ বদরুজ্জামান	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	৩০০.০০
১৩	মোঃ আব্দুল খালিক	ছৈলা	৫০০.০০	
১৪	মোঃ মনতু মিয়া	রাউলী	৫০০.০০	
১৫	মোঃ মঞ্জুর মিয়া	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	২০০.০০
১৬	মোঃ রুপজ্জিল আলী	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	
১৭	মোঃ আব্দুন নূর	ছৈলা	৫০০.০০	
১৮	সৈয়দ তাহিদ আলী	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	১৫০.০০
১৯	মোঃ আব্দুর রউফ	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	
২০	মোঃ আপ্তাব আলী	খাগামূড়া	৫০০.০০	১০০.০০
২১	মোঃ সুন্দর আলী	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	
২২	মোঃ ফিরোজ মিয়া	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	
২৩	মোঃ আজমল খান	বসিয়াখাউরী	৫০০.০০	১০০.০০
২৪	মোঃ আব্দুল কাদির	জাহিদপুর	৫০০.০০	
২৫	মোঃ আঙ্গুর আলম	চরগোবিন্দ	৫০০.০০	২০০.০০
২৬	মোঃ ছিদ্দেক আলী	আলমপুর	৫০০.০০	
২৭	মোঃ আঙ্গুর মিয়া	গণিপুর	৫০০.০০	
২৮	মোঃ ফারুক মিয়া (দবির)	মঙ্গীনপুর	৫০০.০০	৫০০.০০
২৯	মোঃ চেরাগ আলী (জমির)	মঙ্গীনপুর	৪০০.০০	
৩০	মোঃ রহমত আলী	পালপুর	২০০.০০	
৩১	মোঃ মকছুদ আহমদ	ছৈলা	২০০.০০	

CS CamScanner

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি (পাউণ্ড)	আদায় পাউণ্ড)
৩২	বশির উদ্দিন	চরগোবিন্দ	২০০.০০	২০০.০০
৩৩	মোঃ সদু মিয়া	মঙ্গলপুর	২০০.০০	
৩৪	মোঃ সরফ উদ্দিন	জটি	২০০.০০	
৩৫	মোঃ রাজা মিয়া	বরাটুকা	২০০.০০	
৩৬	হাজী মোঃ ইরফান আলী	মঙ্গলপুর	২০০.০০	১০০.০০
৩৭	মোঃ আব্দুল কালাম	মঙ্গলপুর	২০০.০০	
৩৮	হাজী মোঃ মফজ্জুল আলী	শরিফপুর	২০০.০০	
৩৯	মোঃ আফজুর মিয়া	বুরাইয়া	২০০.০০	
৪০	মোঃ কণা মিয়া	মামন্দপুর	২০০.০০	
৪১	মোঃ পরতাব আলী	খাগামুড়া	২০০.০০	২০০.০০
৪২	মোঃ রুস্তুম আলী	চেলার চর	২০০.০০	
৪৩	মোঃ শফিকুল হক	ঝিগলী	২০০.০০	
৪৪	মোঃ আবু সুফিয়ান (সুফি)	মণ্ডলপুর	১৫০.০০	
৪৫	মোঃ মতু মিয়া	আলমপুর	১৫০.০০	
৪৬	মোঃ আনিদুল্লাহ	ছৈলা	১০০.০০	১০০.০০
৪৭	মোঃ চেরাগ আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৪৮	মোঃ বশির উদ্দিন পীর	জাউয়া	১০০.০০	
৪৯	মোঃ আব্দুল ছুবহান	রাউলী	১০০.০০	১০০.০০
৫০	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ (লাল)	উত্তর কুর্শি	১০০.০০	
৫১	মোঃ নূর উদ্দিন	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৫২	মোঃ শফিক মিয়া	রাউলী	১০০.০০	
৫৩	মোঃ হুশিয়ার আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৫৪	হাজী মোঃ মনির উদ্দিন	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৫৫	মোঃ ইছরাঈল আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৫৬	মোঃ হনিফ উল্লা	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৫৭	মোঃ মনির উদ্দিন	পালপুর	১০০.০০	
৫৮	মোঃ আকিক মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৫৯	মোঃ চুনু মিয়া	পালপুর	১০০.০০	১০০.০০
৬০	মোঃ তলাছ মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৬১	মোঃ আব্দুল মতিন	রাউলী	১০০.০০	
৬২	মোঃ আলা উদ্দিন	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৬৩	মোঃ তজমুল আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৬৪	মোঃ ফারুক মিয়া	রাউলী	১০০.০০	
৬৫	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	পালপুর	১০০.০০	১০০.০০

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি (পাউণ্ড)	আদায় পাউণ্ড)
৬৬	মোঃ নূরুল হক	বড়চাল	১০০.০০	
৬৭	মোঃ সমরুজ মিয়া	ভাওয়াল	১০০.০০	৫০.০০
৬৮	মোঃ জমির আলী	বালাগঞ্জ	১০০.০০	
৬৯	মোঃ শহীদ মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৭০	মোঃ আব্দুল হান্নান	কামারগাঁও	১০০.০০	
৭১	মোঃ মকব্বির মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৭২	মোঃ সমুজ মিয়া	রাউলী	১০০.০০	১০০.০০
৭৩	মোঃ আব্দুল বশর	মামন্দপুর	১০০.০০	
৭৪	মোঃ বন্দের আলী	জটি	১০০.০০	
৭৫	মোঃ নোয়াব আলী	পালপুর	১০০০.০০	১০০.০০
৭৬	হাজী মোঃ সমুজ আলী	বারগোপী	১০০.০০	
৭৭	মোঃ তাজ উল্লা	চিকনিকান্দি	১০০.০০	
৭৮	মোঃ ওয়ারিছ আলী	লক্ষীপাশা	১০০.০০	১০০.০০
৭৯	মোঃ রহিম উদ্দিন	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৮০	মোঃ লিয়াকত আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৮১	মোঃ আজাদ মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৮২	মোঃ আজমল আলী	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৮৩	মোঃ মছব্বির আলী	পালপুর	১০০.০০	
৮৪	মোঃ আব্দুল হক	লক্ষীপাশা	১০০.০০	
৮৫	হাজী মোঃ আব্দুর মছব্বির	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৮৬	মোঃ আরব আলী	রাউলী	১০০.০০	১০০.০০
৮৭	মোঃ হারুন মিয়া	আনুজানী	১০০.০০	
৮৮	মোঃ তহির মিয়া	খলাগাঁও	১০০.০০	১০০.০০
৮৯	মোঃ রঈছ আলী	চানপুর	১০০.০০	
৯০	মোঃ আবুল হোছেন (রফিক)	সদুখালী	১০০.০০	
৯১	মোঃ মনির উদ্দিন উল্লা	মঙ্গলপুর	১০০.০০	৫০.০০
৯২	মোঃ সজিদ মিয়া	মণ্ডলপুর	১০০.০০	
৯৩	মোঃ মকছু মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৯৪	মোঃ আব্দুল মন্নান	মণ্ডলপুর	১০০.০০	১০০.০০
৯৫	মোঃ শমছু মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	
৯৬	মোঃ আব্দুল কাদির	হাশামপুর	১০০.০০	
৯৭	হাজী মোঃ রুশন আলী	পালপুর	১০০.০০	১০০.০০
৯৮	মোঃ বাদশা মিয়া	লক্ষীপাশা	১০০.০০	
৯৯	মোঃ নূর মিয়া	মঙ্গলপুর	১০০.০০	

CamScanner

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি (পাউণ্ড)	আদায় পাউণ্ড)
১০০	মোঃ আখলুছ আলী	কুর্শী	১০০.০০	
১০১	মোঃ আফতর আলী (গউছ)	মঈনপুর	১০০.০০	১০০.০০
১০২	মোঃ আবুল হোসেন	চেচান	১০০.০০	
১০৩	মোঃ আবুল বশর	কুর্শী	১০০.০০	
১০৪	মোঃ হিরন খান	মঈনপুর	১০০.০০	
১০৫	মোঃ মাহমদ আলী	আলমপুর	১০০.০০	১০০.০০
১০৬	মোঃ আব্দুল কাইয়ূম	পালপুর	১০০.০০	
১০৭	মোঃ আব্দুল খালিক	বরাটুকা	১০০.০০	
১০৮	মোঃ আরব আলী	ঝিগলী	১০০.০০	
১০৯	মোঃ আফতাব আলী	মঈনপুর	১০০.০০	১০০.০০
১১০	মোঃ তোতা মিয়া	লাকেশ্বর	১০০.০০	
১১১	মোঃ আবুল কালাম	মণ্ডলপুর	১০০.০০	
১১২	মোঃ রউফ উদ্দিন	মঈনপুর	১০০.০০	
১১৩	মোঃ মোশাহিদ মিয়া	মঈনপুর	১০০.০০	১০০.০০
১১৪	মোঃ আব্দুস সালাম	হায়দর পুর	১০০.০০	
১১৫	হাজী মোঃ মনির উদ্দিন	কাটাশলা	১০০.০০	
১১৬	মোঃ আলকাছ মিয়া	মণ্ডলপুর	১০০.০০	
১১৭	মোঃ মুসলিম খান	মঈনপুর	১০০.০০	
১১৮	মোঃ মাতব্বর আলী	মঈনপুর	১০০.০০	
১১৯	মোঃ আবুল লেইছ	বিলপার	১০০.০০	১০০.০০
১২০	মোঃ শাইস্তা মিয়া	সাতপাড়া	১০০.০০	
১২১	মোঃ আতিকুর রহমান	গবিন্দ নগর	১০০.০০	
১২২	মোঃ আকিক মিয়া	রাউলী	১০০.০০	
১২৩	মোঃ ছন্দু মিয়া	মঈনপুর	১০০.০০	
১২৪	মোঃ আবুল হাশিম	খুরমা	১০০.০০	১০০.০০
১২৫	মোঃ আব্দুর রশিদ	মঈনপুর	১০০.০০	
১২৬	মোঃ আব্দুল কাদির	মঈনপুর	১০০.০০	
১২৭	মোঃ হাশির মিয়া	মঈনপুর	১০০.০০	
১২৮	মোঃ বুরহান উদ্দিন	মণ্ডলপুর	১০০.০০	
১২৯	মোঃ মিরাজ	মঈনপুর	১০০.০০	
১৩০	মোঃ মহবুব	কুর্শি	১০০.০০	
১৩১	মোঃ মনু মিয়া	পালপুর	১০০.০০	
১৩২	মোঃ শমসুন নূর	বুরাইয়া	১০০.০০	
১৩৩	মোঃ আব্দুল করিম	বুরাইয়া	১০০.০০	

CS CamScanner

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি (পাউণ্ড)	আদায় পাউণ্ড)
১৩৪	মোঃ আলাউদ্দিন	বুরাইয়া	১০০.০০	
১৩৫	মোঃ গোলাম দস্তগীর	বুরাইয়া	১০০.০০	
১৩৬	মোঃ সুরুজ আলী	আলমপুর	১০০.০০	
১৩৭	মোঃ আব্দুল হান্নান	দোয়ারা বাজার	১০০.০০	
১৩৮	মোঃ মুজিবুর রহমান	শরিষাপাড়া	১০০.০০	
১৩৯	মোঃ আজাদ মিয়া	কামারগাঁও	১০০.০০	
১৪০	হাজী মোঃ ওয়াতির আলী	পালপুর	১০০.০০	
১৪১	মোঃ আলতাব আলী	ভাওয়াল	৫০.০০	৫০.০০
১৪২	মোঃ আব্দুল মছব্বির	বিশ্বনাথ	৫০.০০	
১৪৩	মোঃ কাপ্তান মিয়া	হাশামপুর	৫০.০০	
১৪৪	মোঃ নুনু মিয়া	ঘোড়াডুম্বুর	৫০.০০	
১৪৫	হাজী মোঃ হামদু মিয়া	পালপুর	৫০.০০	৫০.০০
১৪৬	মোঃ মন্তরী মিয়া	হাশামপুর	৫০.০০	
১৪৭	হাজী মোঃ মকদ্দুছ আলী	বিশ্বনাথ	৫০.০০	৫০.০০
১৪৮	মোঃ আব্দুল হাফেজ	মামন্দপুর	৫০.০০	৫০.০০
১৪৯	মোঃ হারুন আলী	বালাগঞ্জ	৫০.০০	৫০.০০
১৫০	মোঃ ??	নর্থাম্পটন	৫০.০০	

আজীবন দাতা সদস্যের তালিকায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি	আদায়
১	হাজী রইছ আলী	চেলারচর	১,০১,০০০.০০	২০,০০০.০০
২	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	দোলারবাজার	১,০০,০০০.০০	
৩	হাজী আফরোজ মিয়া	মঙ্গলপুর	১,০০,০০০.০০	
৪	হাজী আবুল খয়ের	ঝিগলী	১,০০,০০০.০০	৫০০০.০০
৫	হাজী মরম আলী	মঙ্গলপুর	১,০০,০০০.০০	
৬	হাজী ময়না মিয়া	শেরপুর	১,০৫,০০০.০০	
৭	হাজী আতর আলী	জটি	১,০৬,০০০.০০	
৮	হাজী জমসেদ আলী	মঙ্গলপুর	১,১০,০০০.০০	
৯	মুছলিম মিয়া	শেরপুর	১,১০,০০০.০০	২০,০০০.০০

CamScanner

দাতা সদস্য ৫০,০০০.০০

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি	আদায়
১	মোঃ মতছির আলী	ছৈলা	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০
২	হাজী আজম্বর আলী	আনুজানী	৫০,০০০.০০	২৫,০০০.০০
৩	অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান		৫০,০০০.০০	৩৪,২০০.০০

ভূমি দাতা সদস্যের তালিকা
মূল্যমান অনুসারে ক্যাটাগরী ভূক্ত করা হইবে

১	আং হান্নান পীর	বরাটুকা	২ কেদার ভূমি
২	আং মুনিম মাসুক মিয়া	মঈনপুর	১ কেদার ভূমি
৩	ওয়ারিছ আলী	মঈনপুর	১/২ কেদার ভূমি
৪	নোয়াব আলী	শরীষপুর	১৬ শতাংশ ভূমি
৫	মঈনপুর গ্রামবাসী		১০ কেদার ভূমি

দাতা সদস্য ১০,০০০.০০

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি	আদায়
১	দিশারী সমাজ উন্নয়ন সংঘ	মঈনপুর	১০,০০০.০০	
২	হাজী মরম আলী	মঈনপুর	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৩	আব্দুল খালিক	বিনদপুর	১০,০০০.০০	৫০০০.০০
৪	আমিনুর রহমান	কল্যাণপুর	১০,০০০.০০	
৫	হিরন মিয়া মোতাওয়ালী	লক্ষীপাশা	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৬	নোয়াব মিয়া মজুমদার	বড়চাল	১০,০০০.০০	
৭	গৌছ মিয়া	পালপুর	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৮	মখলিছুর রহমান	কাটাশলা	১০,০০০.০০	
৯	আব্দুল মজিদ	জটি	১০,০০০.০০	
১০	তোফায়েল আহমদ (আনা)	জটি	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
১১	আব্দুল কাদির (জালুমিয়া)	পালপুর	১০,০০০.০০	
১২	তৈয়ব উল্লা গং সমিতি	মঈনপুর	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
১৩	আব্দুল হামিদ	মেওয়া তৈল	১০,০০০.০০	
১৪	আলকাছ মিয়া	আনুজানী	১০,০০০.০০	
১৫	আব্দুল জব্বার	মেওয়া তৈল	১০,০০০.০০	
১৬	জমির আলী মাষ্টার	বসন্তপুর	১০,০০০.০০	
১৭	দবির মিয়া মেম্বার	বুরাইয়া	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
১৮	ফেরদৌস আলী	মঈনপুর	১০,০০০.০০	
১৯	ছাদিক মিয়া	মঈনপুর	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
২০	সোনা মিয়া	এয়ার লিংক ট্রেভেলস্	১০,০০০.০০	

CamScanner

২১	হামিদ মোহাম্মদ	চেলারচর	১০,০০০.০০	
২২	হাজী মোঃ সুনু মিয়া	বাগইন	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
২৩	হাজী ইরসাদ আলী	জটি	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
২৪	আব্দুল গফুর লণ্ডনী	মঙ্গলপুর	১০,০০০.০০	
২৫	সৈয়দ আমির আলী	মঙ্গলপুর	১০,০০০.০০	
২৬	হাজী আবুল হোসেন	জটি	১০,০০০.০০	
২৭	কাজী মমিনুল ইসলাম	ছৈলা	১০,০০০.০০	
২৮	নেছকার আলী পীর	বরাটুকা	১০,০০০.০০	৫০০০.০০
২৯	চমক আলী	উত্তরপাড়া পালপুর	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৩০	ঠাকুর লণ্ডনী (মদরীছ আলী)	মঙ্গলপুর	১০,০০০.০০	৩০০০.০০
৩১	মহিবুর রহমান (মানিক)	সাঃ উপঃ চেয়ারম্যান	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৩২	শফিক মিয়া লণ্ডনী	ছৈলা	১০,০০০.০০	
৩৩	সুনাম মিয়া	কল্যাণপুর	১০,০০০.০০	

দাতা সদস্য-৫০০০.০০

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি	আদায়
১	ডাঃ শাহ সৈয়দুর রহমান	মেওয়া তৈল	৫০০০.০০	
২	ডাঃ আসলাম আলী	চেলার চর	৫০০০.০০	
৩	সিরাজুল ইসলাম	মেওয়া তৈল	৫০০০.০০	
৪	আব্দুল খালিক	চাঁনপুর	৫০০০.০০	
৫	আরিফ উল্লা	বরাটুকা	৫০০০.০০	
৬	আবুল কালাম মাষ্টার	বরাটুকা	৫০০০.০০	
৭	আব্দুস ছোবহান	জটি	৫০০০.০০	
৮	বাবু রমেন্দ্র কুমার	ছৈলা	৫০০০.০০	
৯	শফিকুর রহমান	ছৈলা	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১০	শামছু মিয়া	দূরদেশ ট্রেভেলস	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১১	খোয়াজ আলী	কল্যাণপুর	৫০০০.০০	৩০০০.০০
১২	আসক আলী	টেকের বাড়ী	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১৩	আব্দুর রসিদ	বাগইন (হাওর বাড়ী)	৫০০০.০০	৩০০০.০০
১৪	হিরন মিয়া	বারগোপী	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১৫	হাজী মখলিছ মিয়া	আনুজানী	১০০.০০ পাউণ্ড	
১৬	আব্দুল ছত্তার	ইমান নগরী বাড়ী	৫০০০.০০	
১৭	উমর আলী	কল্যাণপুর	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১৮	নজরুল ইসলাম, খালেদ	প্র/ মমিন	৫০০০.০০	
১৯	সাজুর আলী চেয়ারম্যান		৫০০০.০০	
২০	আকলুছ মিয়া	জাহিদপুর	৫০০০.০০	

২১	আকবর আলী	পালপুর	৫০০০.০০	
২২	হাজী ছিদ্দেক আলী	মঙ্গলপুর	৫০০০.০০	
২৩	মরুকুছ আলী	পালপুর	৫০০০.০০	
২৪	শরাফ মিয়া	লক্ষী পাশা	৫০০০.০০	৫০০০.০০
২৫	ওয়ারিছ উল্লা	উঃ কুর্শি	৫০০০.০০	৫০০০.০০
২৬	এম. আসাদুল হক আজাদ	মঙ্গলপুর	৫০০০.০০	১০০০.০০

দাতা সদস্য অনুর্দ্ধ ৪৯৯৯.০০

ক্রমিক	দাতার নাম	গ্রাম	প্রতিশ্রুতি	আদায়
১	আরশ আলী	বারগোপী	২০০০.০০	
২	আরব আলী	পালপুর	৩০০০.০০	
৩	একরাম উদ্দিন আহমদ	বারগোপী	৩০০০.০০	
৪	ইদ্রিছ আলী	চাঁন পুর	২০০০.০০	৫০০.০০
৫	ছিদ্দেক আলী	ইমান নগরী বাড়ী	২০০০.০০	২০০০.০০
৬	ফজির আলী	ইমান নগরী বাড়ী	৫০০.০০	
৭	জমসিদ আলী	চেলার চর	৩০০.০০	
৮	হাসীম আলী	চেলার চর	৫০০.০০	
৯	সিকন্দর আলী	চেলার চর	৫০০.০০	৫০০.০০
১০	ফজলু মিয়া	লক্ষী পাশা	২০০০.০০	
১১	দিলাল উদ্দিন	রামপুর	১০০০.০০	
১২	মুজেফ্ফর আলী	চেলার চর	১০০০.০০	১০০০.০০
১৩	আবুর আলী	চেলার চর	১০০০.০০	
১৪	মনোহর আলী	চেলার চর	১০০০.০০	
১৫	আঃ ওহাব	চেলার চর	২০০.০০	
১৬	আহাদ মিয়া মাষ্টার	পালপুর	২০০.০০	
১৭	ইউনুছ আলী	কল্যাণপুর	১০০০.০০	
১৮	কারী আব্দুছ ছোবহান	কলা গাঁও	২০০০.০০	
১৯	ইছবর আলী	উত্তর কুর্শি	২০০০.০০	
২০	গুলজার আলী	শরিষপুর	৩০০০.০০	
২১	আব্দুল খালিক	ছৈলা	২০০০.০০	
২২	মছলু মিয়া	রাউলী	৫০০.০০	
২৩	নবীজ উদ্দিন	জাহিদপুর	২০০০.০০	
২৪	মুহিতুল বারী (পিং আফরোজ মিয়া)	মঙ্গলপুর	২০০০.০০	১৫০০.০০
২৫	আসিক মিয়া	কল্যাণপুর	২০০০.০০	
২৬	মুহিবুর রহমান (মনিক)	সাঃ উপঃ চেয়ারম্যান	২০০০.০০	২০০০.০০
২৭	কৃষি ব্যাংক (কর্মচারীবৃন্দ)	মঙ্গলপুর বাজার শাখা	৫০০.০০	৫০০.০০
২৮	মঙ্গলপুর উঃ বিঃ (শিক্ষক বৃন্দ)		৩০০০.০০	৩০০০.০০

কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি যুক্তরাজ্য শাখা

হাজী মোঃ রুশন আলী

হাজী মোঃ আব্দুল মর্ছব্বির

হাজী মোঃ আব্দুল ওহাব

আলতাফুর রহমান মোজাহিদ

হাজী মোঃ সুনু মিয়া

হাজী মোঃ আব্দুর রউফ

মোঃ বশির উদ্দিন পীরজাদা

মোঃ ওয়ারিছ আলী

হাজী মোঃ আরজু মিয়া

হাজী মোঃ আইয়ূব আলী

হাজী মোঃ ছিদ্দেক আলী

হাজী মোঃ মদরিছ আলী

মোঃ মতিন মিয়া

মোঃ পল্টু মিয়া

মোঃ রুস্তুম আলী

মোঃ তোতা মিয়া

মোঃ ফিরোজ মিয়া (মাষ্টার)

মোঃ আমিরুল হক (জমির)

হাজী মোঃ মুনির উদ্দিন

মোঃ গয়াছ মিয়া

মোঃ হুশিয়ার আলী

মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ (লাল মিয়া)
মোঃ আবু সুফিয়ান
মোঃ আছাব মিয়া পীর

মোঃ আব্দুছ ছোবহান

মোঃ [illegible] আলী

মোঃ আব্দুল খালিক
মোঃ তকুর আলী

মোঃ [illegible] আলী

এম. আসাদুল হক আজাদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

* আপ্যায়নে অংশ গ্রহণ/এম, আসাদুল হক আজাদ।
* মাইক প্রদান/ আফছর আহমদ বকুল।
* হামিদ মোহাম্মদ ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী আমাদের সকল সুহৃদ।

সাংগঠনিক কমিটি ১৯৯৫-৯৬ইং

লতিফুর রহমান

আখলাকুর রহমান

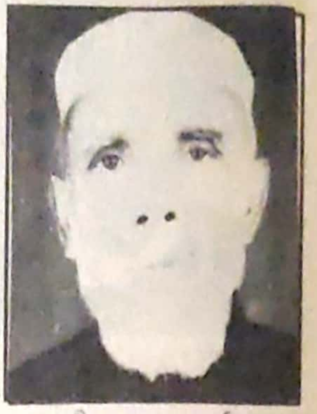
হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া

ওয়ারিছ আলী

আব্দুল মুনিম

একরাম উদ্দিন আহমদ

আখলাকুজ্জামান বাবলু

হাজী মরম আলী

নোয়াব আলী মজুমদার

আবু নছর ওহিদ

ফেরদৌস আলী

মোঃ ফযলুল হক

অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দ

আখলাকুর রহমান, অধ্যক্ষ

মোঃ মিছবাহ উদ্দিন

মোঃ আখলাকুজ্জামান বাবলু

মোঃ সাদেকুর রহমান খাঁন

মোঃ খালেদ আহমদ

মোঃ মহিউল ইসলাম জুয়েল

মোঃ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী

মোঃ জহিরুল হক

মোঃ ফরিদ আহমদ

মোঃ আব্দুর রশীদ

অরবিন্দ চৌধুরী

মোঃ আশফাকুর রহমান

মোঃ মোস্তাবুর রহমান [illegible]

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার নজরুল সেন্টারে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার একাংশ।

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক তৎপরতার প্রস্তুতি পর্বে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে।

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গলপুর বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার পক্ষ হতে

লাল গোলাপ শুভেচ্ছা

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গলপুর।
এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতায় তাড়িত হয়ে
মূলতঃ যার অভ্যুদয়।
বহুদূর ফেলে আসা আমাদের স্বজনদের
হৃদয় নিসৃত ভালবাসার ফলগুধারা থেকেই যে সৃজনশীলতার
নান্দনিক অথচ দর্পিত অঙ্গীকার।
যে প্রয়াস আমাদের সকল বিলেত প্রবাসীদের পর্যন্ত
উজ্জীবিত করে গেল-
তারই নাম তো বেঁচে থাকা, আরো আশা নিয়ে,
ভালবাসা আর বিশ্বাস নিয়ে।
তাই জনতা মহাবিদ্যালয়ের একাডেমীক ভবন-১ এর
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা সহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের
অব্যাহত সফলতা কামনা করি।
জানাই লাল গোলাপ শুভেচ্ছা।

হাজী মোঃ আব্দুল ওহাব
সভাপতি

আলতাফুর রহমান মোহাজিদ
সাধারণ সম্পাদক

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গলপুর বাস্তবায়ন কমিটি
যুক্তরাজ্য শাখা।

জনতা মহাবিদ্যালয় নির্বাহী/সাংগঠনিক কমিটি ১৯৯৫-৯৬ইং

সভাপতি	ঃ	☆লতিফুর রহমান *জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ*
সহ–সভাপতি	ঃ	☆হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া
সম্পাদক	ঃ	☆আখলাকুর রহমান, অধ্যক্ষ
সদস্য	ঃ	☆ওয়ারিছ আলী
		☆আব্দুল আলী
		☆আব্দুল মুনিম
		☆একরাম উদ্দিন আহমদ
		☆আখলাকুজ্জামান বাবলু
		☆হাজী মরম আলী
		☆নোয়াব মিয়া মজুমদার
		☆আবুর নছর মোঃ ওহিদ
		☆ফেরদৌস আলী

কিছু কথা

বিচ্যুতি ঃ 'পদক্ষেপে' আমাদের প্রথম প্রকাশনা। সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্যে যত্নশীলতার অভাব ছিল না; তবুও সম্ভাব্য বিচ্যুতির জন্য সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী।

অপারগতা ঃ ইচ্ছে থাকা স্বত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অনেকের ফটো আর লিখা সময়াভাবের কারণে সংযোজন করা গেল না। সে জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

জালালাবাদ মহাবিদ্যালয়, মন্ডলপুর

ছাতক, সুনামগঞ্জ

সংক্ষিপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক প্রথম অনুমতি লাভঃ- ১৪/১০/১৯৯৪ইং
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল্লা কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি লাভঃ- ২৬/৯/১৯৯৫ইং
- প্রথম শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৪/৯৫ইং
- মানবিক বিভাগের অনুমতি লাভ ঃ ১৯৯৪/৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
- বাণিজ্যিক বিভাগের অনুমতি লাভ ঃ ১৯৯৫/৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
- বিজ্ঞান বিভাগের অনুমতি প্রাপ্তির প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন
- পাঠদানের বিভিন্ন বিষয় সমূহঃ

(ক) মানবিক
(০১) বাংলা,
(০২) ইংরেজী
(০৩) পৌরনিতি
(০৪) অর্থনীতি
(০৫) সমাজ বিজ্ঞান
(০৬) ইতিহাস
(০৭) ইসলামের ইতিহাস
(০৮) যুক্তিবিদ্যা
(০৯) গণিত

(খ) বাণিজ্য
(১০) বাণিজ্য নীতি
(১১) হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান,
(১২) অর্থনীতি ও বাণিজ্যক ভূগোল

- অধ্যক্ষ ঃ **জনাব আখলাকুর রহমান**
- অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দ

(০১) জনাব মোঃ মিছবাউদ্দিন
(০২) জনাব মোঃ আখলাকুজ্জামান বাবলু
(০৩) জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান খাঁন
(০৪) জনাব মোঃ মহিউল ইসলাম জুয়েল
(০৫) জনাব মোঃ খালেদ আহমদ
(০৬) জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী

CamScanner

(০৭) জনাব মোঃ জহিরুল হক
(০৮) জনাব মোঃ ফরিদ আহমদ
(০৯) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ
(১০) জনাব মোঃ অরবিন্দ চৌধুরী
(১১) জনাব মোঃ আশফাকুর রহমান

❑ অফিস সহকারী ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ

(০১)	অফিস সহকারী	মোঃ মোস্তাকুর রহমান
(০২)	পিয়ন	মোঃ ফয়সল আহমদ
(০৩)	নাইট গার্ড	আশকর আলী
(০৪)	আয়া	শ্রীমতি শোক্লা

❑ একাডেমিক কাউন্সিল

সভাপতি	**মোঃ আখলাকুর রহমান** *অধ্যক্ষ, জনতা মহাবিদ্যালয়*
সদস্য সচিব	**মোঃ আখলাকুজ্জামান বাবলু**
সদস্য	সকল অধ্যাপক ও অফিস সহকারী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারীবৃন্দ

❑ একাডেমিক উপপরিষদ সমূহ

১. আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী বিষয়ক উপপরিষদ

দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক **মোঃ আখলাকুজ্জামান বাবলু**

২. পাঠদান কার্যক্রম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন বিষয়ক উপপরিষদ ঃ

দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক **মোঃ সাদেকুর রহমান খান**

৩. পাঠাগার ও প্রচার বিষয়ক উপপরিষদ ঃ

দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক **মোঃ মিছবাহউদ্দিন**

৪. ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উপপরিষদ ঃ

দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক **মোঃ মহিউল ইসলাম**

৫. পরিবেশ উন্নয়ন উপপরিষদ

দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক **মোঃ খালেদ আহমদ**

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর

ছাতক, সুনামগঞ্জ

নির্মিতব্য একাডেমিক ভবন-১ এর তথ্য কণিকা

- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৩.০৪০০০.০০ (তিপ্পান্ন লক্ষ চার হাজার টাকা মাত্র)।
- অর্থায়নে : যুক্তরাজ্য প্রবাসীবৃন্দ
- ভবনের ধরন : ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক একাডেমিক ভবন।
- ভবনের আয়তন : প্রতি তলায় ৬২৪০ (ছয়হাজার দুইশত চল্লিশ বর্গফুট বিশিষ্ট সর্বমোট ১৮৭২০ (আঠান্ন হাজার সাতশত বিশ) বর্গফুট আয়তনের ভবন)
- ভবনের পরিকল্পনা : কক্ষ সংখ্যা সর্বমোট ১৪টি এর মধ্যে ৩০ফুট= ২৪ ফুট আয়তন বিশিষ্ট শ্রেনী কক্ষ ৪টি, ডিপটি মেন্টাল অফিস ১টি, লাইব্রেরী ১টি, ষ্টোর ১টি ব্যবহারিক শিক্ষাদান কক্ষ ৩টি এবং ৬০ফুট+২৪ ফুট আয়তনের শ্রেনী কক্ষ ৩টি ও মিলনায়তন ১টি সহ পর্যাপ্ত মৌচাগার প্রতি তলায় ৯ ফুট+১৯৫ ফুট প্রশস্ত বারান্দা এবং ভবনের কেন্দ্র বরাবর সু প্রশস্ত সিঁড়ি।
- নির্মাণ পরিকল্পনা : মেসার্স কম্পিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার্স সিলেট-এর ব্যবস্থাপনায় এবং ইউনাইটেড কনসালটেন্ট আম্বরখানা কর্তৃক প্রণীত নকশা অনযায়ী।
- নির্মাণ ঠিকাদার : মেসার্স মইন উদ্দিন, মইযারচর, টুকেরবাজার, সিলেট।
- ভবনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইট সরবরাহকারী (বিনামূল্যে) : ছাতক, দোয়ারাবাজার প্রবাসী এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, গোবিন্দগঞ্জ, পুরানবাজার, সিলেট।
- নির্মাণ ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ে : 'জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর'এর মহাবিদ্যালয পরিচালনা কমিটি।